অপূর্ব মিলন।

(উপন্যাস)

"গৃহ্লাতি সাধুরপরস্য গুণং ন দোষং
দোষাশ্রিতো গুণিগুণং পরিহায় দোষং।
বালস্তনাৎপিবতি দুগ্ধ মসৃক্ বিহায়
ত্যক্ত্বা পয়োঽসৃগিবমেবন কিং জলৌকাঃ ॥"

শ্রীতারণকৃষ্ণ নস্কর

প্রণীত।

[illegible]

কলিকাতা

২২৬। ২২৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে

শ্রীযদুনাথ রায়ের দ্বারা

মুদ্রিত।

১৮৮৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই পুস্তকখানি মুদ্রাঙ্কণ কালে প্রুফ্ দেখিবার দোষে কয়েক স্থলে ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠকগণ সে দোষ ক্ষমা করিবেন। যাহাতে দ্বিতীয় সংস্করণে এরূপ দোষ না ঘটে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া যাইবে। অতি সত্বরই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবে।

উপহার !

পরমার্চ্চনীয় ভক্তিভাজন শ্রীল শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ নস্কর
জ্যেষ্ঠ সহোদর মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু—

অগ্রজমহাশয় !

এই সংসার—স্বরূপ ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে আপনার স্নেহ, আমার জীবনের একমাত্র শান্তিস্বরূপ হইয়াছে। আশৈশব ঐ পবিত্র স্নেহে, ঐ অনায়িক ভালবাসায় আমি পুষ্ট ও চির স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছি। অদ্য তাহার ভক্তি-উপহার-স্বরূপ এই সামান্য উপহার প্রদান করিয়া আমাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলাম।

খেয়াদহ।
১লা আশ্বিন ১২৮৯।

আপনার চিরস্নেহাভিলাষী
শ্রীতারণকৃষ্ণ নস্কর।

অপূর্ব্ব মিলন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তস্যাগাত্মনুরূপায়া ম্বাত্মজন্ম সমুৎসুকঃ।
বিলম্বিত ফলৈঃ কালং স নিনায় মনোরথৈঃ॥

রঘুবংশম্।

প্রাচীনকালে মগধদেশে পাটলিপুত্রনামে এক জনপদ ছিল। স্রোতস্বতী ভাগিরথী হিমানী অচল হইতে উৎপন্ন হইয়া তরঙ্গরূপ ভ্রূকুটি বিস্তার পূর্ব্বক এই মহানগরীর প্রান্ত-ভাগ দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছেন। খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যে সময় ভুবন বিখ্যাত মহাবীর আলেকজণ্ডার পঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করতঃ তত্রত্য পুরুরাজকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন, সেই সময় মৌর্য্যবংশীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মন্ত্রণা কুশল, রাজনীতিবেত্তা, চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশ ধ্বংশ করিয়া মগধের রাজাসন অধিকার করেন ও সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট হন। কিছুকাল পরে আলেকজণ্ডরের মৃত্যু হইলে তদীয়

সেনাপতি সেলুকস্ ভারতবর্ষ পুনরাক্রমন করেন, কিন্তু সংগ্রাম কুশল মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত নিজ ভুজবলে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া, তদীয় কন্যা সুকুমারীকে বিবাহ করেন এবং পরম সুখে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য শাসন ও অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে থাকেন।*

মহাবল, পরাক্রান্ত, যশস্বী চন্দ্রগুপ্তের শাসন সময়ে তাঁহার সুদৃশ্য রাজধানী পাটলিপুত্র তিন যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন বিস্তীর্ণ ছিল। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহির্মার্গ সকল সর্ব্বদা সলিল সিক্ত, সম্মার্জ্জিত ও কুসুম সমাকীর্ণ হইয়া এই নগরীর অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিত। তত্রস্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অত্যুন্নত, মনোহর অট্টালিকার উপরিধ্বজপতাকা সকল, বায়ু ভরে, বহুরূপাত্মক তরঙ্গমালা হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সাধারণের হৃদয় আনন্দ রসে আপ্লুত করিত। প্রাকার রক্ষণার্থ শতঘ্নী নামক লৌহ-নির্ম্মিত যন্ত্র সকল স্থানে স্থানে উচ্ছ্রিত ছিল। এই সকল অট্টালিকাতে নর্ত্তকী মহিলাগণের নাট্যশালা ও স্থানে স্থানে সুন্দরী রমণীদিগের বিহারার্থ সুরম্য গুপ্ত গৃহ সকল সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিত। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম প্রাসাদ মহারাজের আবাস ভবন ছিল। শত শত পরিচারিকাগণ

* মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের ইতিবৃত্ত ইতিহাসে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগের যাহা আবশ্যকীয় তাহাই এস্থলে বিবৃত হইল।

এই অট্টালিকার হর্ম্ম্যতল সকল সর্ব্বদা সম্মার্জ্জিত ও পরিস্কৃত করিত এবং নানাবিধ সুগন্ধদ্রব্য সকল বিকীর্ণ করিত। চতুর্দ্দিকে প্রাকার, দুর্গ ও জলপরিখা দ্বারা বেষ্টিত থাকায় এই নগরী কি শত্রু, কি মিত্র উভয়েরই দুরভিগম্য ছিল। প্রাণভয়ে পলায়মান শত্রুর প্রতি শরনিক্ষেপে উদাসীন, ভীষণ বনমধ্যে প্রমত্ত, ভয়ঙ্কর সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহাবলিকে অবলীলাক্রমে বিনাশক্ষম সহস্র সহস্র যোধগণ দ্বারা এই পূরী নিরন্তর পরিপূরিত থাকিত। মহারাজের রাষ্ট্র, দুর্গ, প্রভৃতি চতুরঙ্গ বল সংগ্রহ ছিল। সহায় ও আত্মীয় স্বজন বিহীন ব্যক্তিগণ তাঁহারই প্রাসাদ প্রসাদ রূপে প্রাপ্ত হইয়া চিরকৃতজ্ঞ জীবনে জীবনাতিবাহিত করিত। তাঁহার শত্রুকুল কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় ও মিত্র কুল শুক্ল পক্ষীয় সুধাংশুর ন্যায় দিন দিন হ্রাস ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। নাগরিক ও জনপদবাসী প্রজারা সকলেই তদীয় সুশাসনে সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহার প্রতি পিতার ন্যায় যথোচিত ভক্তি প্রকাশ করিত। ত্রিদশনাথ দেবরাজ যে প্রকার সুরনগরী অমরাবতীকে শাসন করেন, পরপরিভবের অসহিষ্ণু, হুতাশনের ন্যায় অসহ্য প্রতাপ, অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ, রাজ্য বিবর্দ্ধন কারী মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ও সেইরূপ তারকামণ্ডিত নভোমণ্ডলে চন্দ্রমার ন্যায়, বহুল লোক সঙ্কুল সেই মহানগরী পাটলিপুত্রে সুশোভিত হইয়া শত্রুকুল সমূলে নির্ম্মূল করতঃ অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য শাসন করিতেন।

নীতিশাস্ত্র বিশারদ, কার্য্যকুশল, ভুবন বিখ্যাত, পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ চাণক্য মহারাজের অমাত্য ছিলেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সকল সুখের পার প্রাপ্ত হইয়াও সন্তান মুখাবলোকন রূপ সুখ লাভ না করিয়া মনে মনে অতিশয় দুঃখিত থাকেন। সন্তান না হওয়াতে সংসার অরণ্য জ্ঞান, জীবন বিড়ম্বনা, ঐশ্বর্য্য সম্পৎ অকিঞ্চিৎকর ও শরীর ভার মাত্র বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং আপনাকে অসহায়, নিরাশ্রয় ও হতভাগ্য বিবেচনা করিতেন। ফলতঃ তাঁহার পক্ষে সংসার অসার ও অন্ধকার রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। তিনি পুত্রকামনায় অনেক রূপ তপোনুষ্ঠান করিলেন কিন্তু কিছুতেই শুভফল দেখিতে পাইলেন না।

একদা, রাজা কিপ্রকারে বংশধর পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয় কুমুদ প্রফুল্ল করিবেন, এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন, এক্ষণে একবার হরিবংশ পুরাণ পাঠ ইত্যাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। অনন্তর সেই সুধীর চন্দ্রগুপ্ত সূক্ষ্মদর্শী চাণক্যের সহিত এই বিষয়ে কৃত নিশ্চয় হইয়া সুবিজ্ঞ রাজদূতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দূত! তুমি অবিলম্বে কুলগুরু ও কুলপুরোহিতদিগকে আনয়ন কর। তখন দূত রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র কুলগুরু ও কুলপুরোহিতগণকে রাজ সমক্ষে আনয়ন করিলে, মহীপাল চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাদিগকে পাদ্য, অর্ঘ্য, প্রভৃতি যথোচিতোপচারে অর্চ্চনা করিয়া, ধর্ম্মানুগত ও সদর্থ সংগত সুমধুর বাক্যে কহিতে

লাগিলেন, কুলগুরো! আমি সন্তানের নিমিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। কি রাজ্য, কি ধন, কি ঐশ্বর্য্য কিছু-তেই আমার সুখ নাই। এক্ষণে আমি সন্তান কামনায় শাস্ত্র-বিহিত বিধানানুসারে হরিবংশ পুরাণ পাঠ ইত্যাদি শুভ কার্য্যানুষ্ঠানের অভিলাষী হইয়াছি। ব্রহ্মর্ষিগণ! কিপ্রকারে আমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে অনুগ্রহ করিয়া তাহা আজ্ঞা, করুন।

অনন্তর তাঁহারা নৃপতির এই রূপ সুধানিস্যন্দিনী কথা শ্রবণ মাত্রে অপরিসীম প্রীতি লাভ করিয়া, তাঁহাকে বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কহিলেন, মহারাজ! যখন সন্তানার্থ আপনার এরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হই-য়াছে, তখন আপনি অভিপ্রেত পুত্র লাভে কখন বঞ্চিত হইবেন না। অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে সুকুমার নবকুমারের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া জীবন ও মন সুশীতল করিবেন সন্দেহ নাই। মহারাজ! অবিচলিত ভক্তিসহকারে ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্য তাহার শুভ ফল উৎপন্ন হয়। অতএব আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, সত্বর সমস্ত কার্য্যের আয়োজন করুন।

সুবিজ্ঞ চন্দ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ অভিলষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে একেবারে অধীর হইয়া পড়ি-লেন। হৃদয়ান্তর জাত সুখাবলি রোমাঞ্চ রূপে বিকসিত হইল, আনন্দ বাষ্পবারি তাঁহার হৃদয়ে স্থানে না পাইয়াই যেন

প্রবলবেগে নেত্র পথে প্রবাহিত হইয়া তাহার সূচনা করিল। তিনি নীতিশাস্ত্র কুশল চাণক্যের প্রতি সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন। চাণক্য ও অবিলম্বে সমস্ত আয়োজন করিলেন। সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বেদিতে উপবেশন পূর্ব্বক হরিবংশ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভূমিপতি বিশুদ্ধ হেমময় সিংহাসনে আসীন হইয়া ভক্তিভাবে ও একাগ্রান্তঃ-করণে শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উমা বৃষাঙ্কৌ শরজন্মনা যথা, যথা জয়ন্তেন শচী পুরন্দরৌ।
তথা নৃপঃ সাচ সুতেন মাগধী, ননন্দতু স্তৎসদৃশেন তৎসমৌ॥
কালিদাসঃ।

হরিবংশ পাঠ শেষ হইলে, কিছুদিন পরে মহিষী সুকুমারী গর্ভবতী হইলেন। শশধরের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে সরোবর যেরূপ উজ্জ্বল হয়, পারিজাত কুসুমবিকশিত হইলে নন্দন বনের যেরূপ শোভা হয়, সুকুমারী গর্ভধারণ করিয়া সেইরূপ অপূর্ব্ব শ্রী প্রাপ্ত হইলেন। দিন দিন গর্ভের উপচয় হইতে লাগিল। সলিলভারাক্রান্ত মেঘমালার ন্যায় সুকুমারী গর্ভভারে মন্থরগতি হইলেন। মুখে বারম্বার মৃত্তিকা ও জল

উঠিতে লাগিল। শরীর অবশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইল। এই সকল লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পরিজনেরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিল মহিষী গর্ভিনী হইয়াছেন।

একদা প্রদোষকালে, রাজনীতিজ্ঞ চাণক্য ও রাজা উভয়ে রাজভবনে বসিয়া আছেন. এমন সময়ে মলিনা নাম্নী প্রধানা পরিচারিকা তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার কর্ণে মহিষীর গর্ভ-সঞ্চারের সংবাদ কহিল। নরপতি শুভ সংবাদ শুনিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। আহ্লাদে কলেবর রোমাঞ্চিত ও কপোলযুগল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে চাণক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে, তিনি রাজার ও মলিনার আকৃতি দেখিয়াই অনুমান করিলেন, রাজার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে। তথাপি সন্দেহ নিবারণের নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! হরিবংশ শ্রবণ কি সফল হইয়াছে? রাজা কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, যদি মলিনার কথা মিথ্যা না হয় তাহা হইলে হরিবংশ শ্রবণ সফল বটে। যাহা হউক চলুন আমরা স্বয়ং গিয়া জানিয়া আসি। এই বলিয়া গাত্র হইতে বহুমূল্য অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া শুভসংবাদের পারিতোষিকস্বরূপ মলিনাকে দিয়া বিদায় করিলেন। আপনারাও মহিষীর বাস ভবনে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাজার দক্ষিণলোচন স্পন্দিত হইল।

তথায় গিয়া দেখিলেন মহিষী গর্ভোচিত কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। গর্ভে সন্তানের উদয় হওয়াতে দেবা-

বৃত্ত শশীমণ্ডলশালিনী রজনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। শিরোভাগে মঙ্গল কলস রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে মণির প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং গৃহে শ্বেত সর্ষপবিকীর্ণ রহিয়াছে। মহিষী রাজাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, রাজা নিবারণ করিয়া কহিলেন প্রিয়ে! আর কষ্টপাইবার প্রয়োজন নাই। বিনা অভ্যর্থনাতেই যথেষ্ট আদর প্রকাশ হইয়াছে। এই বলিয়া শয্যার এক পার্শ্বে বসিলেন, চাণক্য স্বতন্ত্র এক আসনে উপবেশন করিলেন। রাজা মহিষীর আকার প্রকার দেখিয়াই গর্ভলক্ষণ জানিতে পারিলেন। তথাপি পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন প্রিয়ে! অমাত্য-বর জিজ্ঞাসা করিতেছেন মলিনা যাহা কহিয়া আসিল তাহা সত্যকি? মহিষী লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করি-লেন। বারম্বার জিজ্ঞাসা ও অনুরোধ করাতে কহিলেন কেন আর আমাকে লজ্জা দেন? আমি কিছুই জানি না; এই বলিয়া পুনর্ব্বার অধোমুখী হইলেন। পরিহাস প্রায় এই রূপ অনেক কথার পর চাণক্য আপন আলয়ে প্রস্থান করি-লেন।

ক্রমে ক্রমে গর্ভের উপচয় হওয়াতে মহিষীর যে কিছু গর্ভদোহদ হইতে লাগিল রাজা তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। প্রসব সময় সমাগত হইলে মহিষী শুভদিনে শুভলগ্নে এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। দেবমাতা অদিতি দেবপ্রধান বজ্রপাণি পুরন্দরকে প্রসব করিয়া এবং পার্ব্বতী

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—সুরসেনাপতি ষড়াননকে ক্রোড়ে পাইয়া যে প্রকার অতুল আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, রাজমহিষী সুকুমারীও সেইরূপ, আনন্দবর্দ্ধন, বীরচূড়ামণি পুত্ররত্ন প্রসব করিয়া অপার আনন্দ—সাগরে নিমগ্না হইলেন। নরপতির পুত্র হইয়াছে শুনিয়া নগরবাসী লোকের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। গৃহ মহোৎসব ময়, নগর আনন্দময় ও পথ সকল কোলাহল ময় হইয়া উঠিল। পাটলিপুত্রের কোন স্থানে নৃত্যগীত, কোন স্থানে নানাবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। পথ ঘাট সমস্ত নট ও নর্ত্তকে পরিপূর্ণ এবং লোকাকীর্ণ হইল। শ্রোতৃবর্গ শ্রুতি সুখকর সঙ্গীত শ্রবণে অপরিসীম হর্ষলাভ করিয়া, বহুমূল্য পারিতোষিক দ্বারা গায়কদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, সূত, মাগধ ও বন্দী দিগকে প্রীতি প্রফুল্ল মনে যথোচিত পারিতোষিক প্রদান করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে বহুসংখ্যক গাভী ও প্রার্থনাধিক ধনে পরিতুষ্ট করিলেন। কি দীন, কি দুঃখী, কি অনাথ কি অন্ধ যে যাহা আকাঙ্ক্ষা করিল, রাজা চন্দ্রগুপ্ত অসন্দিগ্ধ মনে তাহাদিগকে তাহাই প্রদান করিলেন। তাহারাও অভিলাষানুরূপ অর্থ লাভ করিয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

গণকদিগের দ্বারা নিরূপিত শুভলগ্নে, নরপতি পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রীর সহিত গৃহে গমন করিলেন। দেখিলেন সূতিকা গৃহের দ্বারদেশের দুই পার্শ্বে সলিলপূর্ণ

দুই মঙ্গলকলস, স্তম্ভের উপরিভাগে বিচিত্র কুসুমে গ্রথিত মঙ্গলমালা। পুরন্ধ্রীবর্গ কেহবা ষষ্ঠী-দেবীর অর্চ্চনা করিতেছে, কেহবা মাতৃকাগণের বিচিত্র মূর্ত্তি সকল চিত্রপটে অঙ্কিত করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সূতিকা গৃহের অভ্যন্তরে শান্তিজল নিক্ষেপ করিতেছেন। পুরোহিতেরা নারায়ণের সহস্রনাম পাঠ করিয়া শুভ স্বস্ত্যয়ণ করিতেছেন। রাজা জল ও অনলস্পর্শ পূর্ব্বক সূতিকা গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন রাজকুমার মহিষীর অঙ্কে শয়ন করিয়া সূতিকা গৃহ উজ্জ্বল করিয়া আছেন। দেহপ্রভায় দীপপ্রভা তিরোহিত হইয়াছে। এরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্য, যে হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ অশ্বিনীকুমার রাজকুমার রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাজা নিমেষ শূন্য লোচনে বারম্বার দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইল না। যতবার দেখেন অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অভিনব বলিয়া বোধ হয়। সস্পৃহ ও প্রীতিবিস্ফারিত নেত্র দ্বারা পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া, নব নব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং আপনাকে চরিতার্থ ও পরম সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলেন। চাণক্য সতর্কতাপূর্ব্বক, বিস্ময় বিকাসিত নয়নে রাজকুমারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিলক্ষণরূপে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! দেখুন কুমারের অঙ্গে চক্রবর্ত্তী ভূপতির লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে। করতলে শঙ্খচক্র রেখা, চরণতলে পতাকারেখা, প্রশস্ত ললাট, আকর্ণবিশ্রান্ত লোচন, উন্নত নাসিকা, ও

লোহিত অধর; এই সকল চিহ্ন দ্বারা মহাপুরুষ লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

অনন্তর দ্বাদশদিবস অতীত হইলে, কুলপুরোহিত হৃষ্ট মনে কুমারের নামকরণ করিলেন। হরিবংশ প্রভাবে জন্ম-হইয়াছে এই নিমিত্ত তাঁহার নাম হরিকুমার রাখিলেন। *

হরিকুমার দিন দিন শুক্ল পক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লগিলেন। তাঁহার ক্রীড়ায় অধিক কালক্ষেপ না হয় এই নিমিত্ত রাজা নগরের প্রান্তে ভাগীরথী তটে এক বিদ্যামন্দির প্রস্তুত করাইলেন এবং অশেষ বিদ্যায় পারদর্শী মহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণকে অতি যত্ন পূর্ব্বক আনাইয়া শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত করিলেন। হেমচন্দ্র নামে চাণ-ক্যের এক পালিত পুত্র ছিল। নরপতি শুভদিনে স্ব পুত্র হরিকুমার ও চাণক্যের পুত্র হেমচন্দ্রকে অধ্যাপকগণের নিকট সমর্পণ করিলেন। কুমার অল্পদিনের মধ্যেই শাস্ত্র ও ব্যায়াম কৌশল প্রভৃতি সমুদায় শিক্ষা করিলেন।

হরিকুমার শৈশবাবস্থাহইতেই মৃগয়া প্রিয় হইলেন এবং তাঁহার এই মৃগয়াকার্য্যের সাহায্যার্থে হেমচন্দ্র ও অপর দুই জন সমবয়স্ক বন্ধু ছিল। কুমার সর্ব্বদাই তাঁহাদের সহিত

---

* চন্দ্রগুপ্তের পুত্রের নাম বিন্দুসার কিন্তু আমরা এস্থলে তাঁহার হরিকুমার নাম রাখিলাম।

একত্রে থাকিতেন এবং ক্রমশঃ চারিজনের পরস্পর এরূপ বন্ধুত্ব হইল যে সকলেই একত্রে পান, ভোজন, শয়ন ও উপবেশনাদি করিতেন। এমন কি মৃগয়া কালে অন্যান্য সহচর সঙ্গে থাকিলেও তাঁহারা পরস্পর কেহ কাহারও কাছ ছাড়া হইতেন না। যে জন্তুকে একজন লক্ষ্য করিতেন চারি জনেই তাহার অনুসরণ করিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মৃগবনোপগম বেষভৃৎ
বিপুলকণ্ঠ নিষক্ত শরাসনঃ।
গগনমশ্বখুরোদ্ধতরেণুভিঃ,
নৃসবিতা স বিতানমিবাকরোৎ॥

কলিদাসঃ।

দিব্যাঙ্গনাভি র্ব্বহুভিঃ সমন্তাৎ সুবর্ণ রত্নাভরণান্বিতাভিঃ।
বিলোলনেত্রাম্বুজশোভিতাভিঃ সুরেন্দ্রনারী সদৃশাভিরেব॥

* *

একদা রাজকুমার তাঁহার বন্ধুত্রয় সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় যাত্রা করিলেন, সঙ্গে প্রভূত বলশালী শত শত অস্ত্রধারী

অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা গমন করিল। করীদিগের বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বদিগের হেষারব, দুন্দুভির ভীষণ শব্দ ও সৈন্যদিগের কলরবে বোধ হইল যেন প্রলয়কাল উপস্থিত। ধূলি রাশি উত্থিত হইয়া গগণ মণ্ডল অন্ধকারাবৃত করিল। আকাশ ও ভূমির কিছুইবিশেষ রহিল না। বোধ হইল যেন সৈন্যভার সহ্য করিতে না পারিয়া ধরা উপরে উঠিতেছে। এক একবার এরূপ কলরব হয় যে কিছুই শুনা যায় না। কিয়দ্দূর গমনান্তর সৈন্যগণ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে অত্যন্ত তাপিত হইয়াছে ও পথশ্রমে সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছে দেখিয়া, কুমার সেই স্থানেই তাহাদিগকে শিবির স্থাপনের আজ্ঞা দিলেন এবং নিজ বন্ধুগণ সহ অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বনের শোভাবলোকন করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ এক মনোহর কুরঙ্গ তাঁহাদের নয়ন পথে পতিত হইল। চারি জনেই পরস্পরের শরাসনে শরসন্ধান করিয়া ঐ মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। মৃগ প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে নিবিড় অটবী মধ্যে প্রবেশ করিল। তাঁহারাও চারি জনে নিজ নিজ অশ্বকে দ্রুতবেগে চালিত করিয়া কুরঙ্গ প্রাপ্তি লালসায় গহন বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অশ্বগণ পাটলি পুত্র হইতে আসিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল তাহার উপর আবার এই পরিশ্রম তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অসহ্য বোধ হইল। তাহারা ক্রমশঃ গমনাশক্ত হইতে লাগিল, মৃগও ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের দৃষ্টিপথের অগোচর হইল, দেখিয়া কুমার তাঁহার বন্ধুগণকে কহিলেন “ বন্ধুগণ! অশ্বগণকে যেরূপ

শ্রান্তভাবাপন্ন দেখিতেছি ইহাতে বোধ হইতেছে যে, এরূপ ভাবে আর কিঞ্চিদ্দূর গমন করিলেই ইহারা ভূতলশায়ী হইবে; অতএব আমার বিবেচনায় শিবিরে প্রত্যাগমন করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইতেছে।” তাঁহারা কহিলেন, “সখে! আমাদেরও ঐরূপ অভিপ্রায়, চলুন শিবিরে প্রত্যাগমন করি’।’ এই বলিয়া চারি জনে স্ব স্ব অশ্বের দ্রুতগতি সংবরণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাটলিপুত্র হইতে আসিয়াই পরিশ্রমের উপর আবার দ্রুত বেগে অশ্বারোহণে অধিকদূর গমন করিয়া তাঁহাদের দিগভ্রম উপস্থিত হইল। বস্ত্রাবাস স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে মৃগানুধাবন করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রত্যাগমন কালেও সেই দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

বেলাও প্রায় অবসান হইয়া আসিল, তাঁহারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় সাতিশয় ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। যতই গমন করেন ততই নির্জ্জন গহনারণ্য! কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে অদূরে একটী পরমসুন্দর, অত্যুচ্চ, অট্টালিকা তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। হঠাৎ বনমধ্যে এরূপ অট্টালিকা দৃষ্ট হওয়াতে তাঁহারা বিস্ময়াপ্লুত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, “একি! এ অট্টালিকা কোথা হইতে আসিল? কই আসিবার সময় ত ইহা দেখি নাই, তবে কি আমাদের দিগভ্রম হইয়াছে? আর এই নিবিড় বনমধ্যেই বা এরূপ অট্টালিকা কাহার? বোধহয় কোন দেবতা বা গন্ধর্ব্বের বাসস্থান হইবে, নতুবা এপক্ষ

নির্জ্জন স্থানে এপ্রকার পরম রমনীয় অট্টালিকার কিরূপে সম্ভব। যাহা হউক ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত না হইয়া প্রত্যাগমন করা হইবে না"।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এটী অতি বৃহৎ মনোহর অট্টালিকা ইহার সম্মুখে একটি প্রশস্ত ক্রীড়া ভূমি; ঐ ক্রীড়াভূমির সম্মুখে একটি পরম রমণীয় মনোহর সরোবর এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে লোচন লোভন পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যানের বৃক্ষগুলি সমুদায়ই মুকুলিত এবং তাহাদের আলবাল শ্রেণী এরূপ পরিপাটি, দেখিলে বোধহয় ইহা কোন সুশিক্ষিত উদ্যানপালের কৌশল-পরিচয়। পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকার দ্বার দক্ষিণাভিমুখে এবং ঐ দ্বারের উপরে একটী সুসজ্জিত গৃহ। গৃহের দ্বার ও বাতায়ন সকল উদ্ঘাটিত থাকাতে তাহার অভ্যন্তরস্থ বাদ্যযন্ত্র সকল বাহির হইতে নয়নগোচর হইতেছে এবং তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ইহা বাদ্য গৃহ। অট্টালিকার চারিদিকেই উদ্যান, উদ্যানস্থ পাদপ সকল সুস্বাদু ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। অট্টালিকার দক্ষিণে যে ক্রীড়াভূমি, ঐ ক্রীড়াভূমির পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে দুইটী বৃহৎ গৃহ; তাহাদের একটীতে মূল্যবান করী সজ্জাসমস্ত সজ্জিত এবং করীগণের আহার্য্য সঞ্চিত থাকাতে তাহা হস্তিশালা বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে। অপর গৃহটী অশ্বালয়, তাহাতে অশ্বগণের মনোহর বেশভূষাদি রহিয়াছে।

রাজকুমার তাঁহার বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে এই সকল শোভা অবলোকন করিতেছেন বটে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত একটী মাত্রও প্রাণী তাঁহাদের নয়ন গোচর হইল না।

এই সুরম্য অট্টালিকা কাহার এবং কিনিমিত্তই বা এবম্ভূত নির্জ্জন গহনাটবীমধ্যে এতাদৃশ নয়নানন্দ দায়ক মনোহর অট্টালিকা, ইহা জানিবার কারণ তাঁহারা সাতিশয় উৎসুক হইলেন, কিন্তু কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করিবেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তথায় একটী মাত্রও প্রাণী ছিল না। অবশেষে তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্ব স্ব অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত অশ্বালয়ে অশ্বগণকে বন্ধন করিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন দ্বারের দুই পার্শ্বে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সকল সুসজ্জিত রহিয়াছে ও দ্বারপালদিগের বেশ ভূষোপযোগী বস্ত্র সকল রহিয়াছে কিন্তু একজনও দ্বার রক্ষক দৃষ্ট হইল না। বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন চতুর্দ্দিকে মনোহর গৃহ সকল সুসজ্জিত রহিয়াছে কিন্তু প্রাণীমাত্রও নাই। তখন রাজকুমার সন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহার বন্ধুগণকে কহিলেন "বন্ধুগণ! এরূপ গহন কাননের ভিতর নির্জ্জন অট্টালিকা এবং ইহার আকার প্রকারে বোধ হইতেছে, যে ইহার লোক সকল এই মাত্র কোথায় গমন করিয়াছে, অতএব বিবেচনা করি কোন দেবতা আমা-দিগকে ছলনা করিবার মানসে এইরূপ মায়াজাল বিস্তার করি-য়াছেন। যাহা হউক ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত না

হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইব না”। এতচ্ছ্রবণে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বন্ধু হেমচন্দ্র কহিল “সখে! কি বলিব? এই সকল দেখিয়া আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না এবং না বলিলেও নহে, অতএব বিবেচনা করি এই অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনের উপায় অবলম্বন করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ নতুবা বোধহয় আমাদের বিপদ অতি নিকট। মিনতি করি আপনি এই অধ্যবসায় হইতে ক্ষান্ত হউন”। ইহা শুনিয়া হরিকুমার কহিলেন “বন্ধো! তাহা কখনই হইতে পারে না, অতি তেজা ক্ষিতিপতি কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিব? তাহা কখনই হইবে না; যখন ইহার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়াছি তখন ইহার আদ্যোপান্ত অবগত না হইয়া প্রত্যাগমন করা কোনক্রমেই যুক্তি যুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না”।

কুমারের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া তাঁহার বন্ধুগণ অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবেই স্বীকৃত হইলেন এবং ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে করিতে অপর একটি দ্বার দেখিতে পাইলেন। প্রথম প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া সকলেই সেই দ্বারাভিমুখে গমন করিলেন এবং কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই অপর একটী প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। এ প্রকোষ্ঠও প্রথম প্রকোষ্ঠের ন্যায় নির্জ্জন, কেবল চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত গৃহ সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল তাঁহারা এইরূপ ক্রমে ক্রমে প্রকোষ্ঠ পরম্পরায় চারিটি

জনহীন প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া অবশেষে পঞ্চম প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন তাহার উত্তরে আর দ্বার নাই, কেবল পূর্ব্বদিকে একটী সোপান রহিয়াছে। সোপানটি স্বর্ণনির্ম্মিত, উহার স্থানে স্থানে হীরকাদি মহারত্নে খচিত ও চিত্রে বিচিত্রিত রহিয়াছে। তাঁহারা ঐ সোপানাবলম্বন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ প্রকোষ্ঠে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। রাজকুমার অগ্রসর হইলেন, তাঁহার বন্ধুত্রয় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ সোপান শ্রেণী পরিত্যাগপূর্ব্বক উপরে উত্থিত হইয়া দেখিলেন, নানাবিধ মহামূল্য রত্ন দ্বারা গৃহ সকল সুসজ্জিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে চারিটি গৃহই অত্যন্ত সুশোভিত। গৃহাভ্যন্তরস্থ রত্নের আভাতে সমস্ত গৃহই দীপ্তিশালী হইয়াছে এবং ঐ গৃহে পরমাসুন্দরী চারিটী সমবয়স্কা যুবতি রমণী উপবিষ্টা আছে। তাহারা অভ্যাগত যুবক চতুষ্টয়কে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিল।

এবম্ভূত জনহীনগহনাটবী মধ্যে এতাদৃশ মনোহর প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও তন্মধ্যে চারিটি যুবতী রমণী ব্যতীত আর কেহই নাই, ইহা দেখিয়া কুমার ও তাঁহার বন্ধুগণ প্রথমতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু সহসা তাঁহাদের মন এরূপ পরিবর্ত্তিত হইল, যে ঐ রমণীদিগকে এরূপ জনহীনতার কারণকিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না; বরং তাহাদের অসাধারণ সৌন্দর্য্য রাশিতে মুগ্ধ হইয়া প্রথম গৃহে রাজকুমার ও তৎপার্শ্বর্ত্তী

গৃহত্রয়ে তাঁহার বন্ধুত্রয় ক্রমান্বয়ে প্রবিষ্ট হইলেন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রমণীগণের অলোকসামান্য রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া তাঁহারা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, বিধাতা জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য রাশি এই কন্যাচতুষ্টয়কে প্রদান করিয়াছেন। নতুবা এরূপ অপরূপ রূপমাধুরী কখনই সম্ভব হইতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তুই নাই যে তাহাদের সৌন্দর্য্যের সামান্যাংশের সহিতও তুলনা হয়। বোধ হয় কমলযোনি একমনে জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের সারাংশ স্বরূপা এই রমণীচতুষ্টয়কে সৃজন করিয়া, তাহাদের অনুরূপ পাত্র সৃষ্ট হয় নাই জানিয়া, মনের দুঃখে ইহাদিগকে এই নির্জ্জনস্থানে রাখিয়াছেন। তাহাদের রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ মাণিক্যাদির উপর নয়ন পতিত হইলে বোধ হয় যেন তাহারা লজ্জা বশতঃই শ্রীরূপমালিন্য ধারণ করিয়াছে। তাহাদের রূপের মাধুরী আর ধরে না। কেশগুচ্ছ গুলি কেমন একটু একটু কুঞ্চিত আগুল্ফ লম্বিত এবং অমাবস্যার রজনীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। তাহাদিগের অলকাবলী বক্র প্রসর্পিনী ফনিনীর ন্যায় কতকগুলি আবার অবনত মুখে তাহাদের হৃদয় সরসের কনক-কমল-কোরকগুলিকে ঘন ঘন চুম্বন করিতেছে। নয়নগুলি আকর্ণ বিশ্রান্ত, তারকা গুলি যুব-জন-মোহন-বিদ্যামন্ত্র, দৃষ্টি অত্যন্ত মধুর, কটাক্ষ অতি মৃদু, অতি শান্ত, এবং অতি পবিত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু ভাবুক হইলে সেই কটাক্ষই তাঁহার অন্তস্থল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া থাকে। ভ্রূ গুলি আকুঞ্চিত এবং

গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, কর্ণের মূল হইতে আসিয়া ললাটোপরি বক্র-ভাবে অবস্থিতি করিয়া মদন—শরাসনের লীলা প্রদর্শন করিতেছে। কপাল প্রায় তিন অঙ্গুলি বিস্তৃত। যদি কখন শুকপক্ষীর চঞ্চু তত দূর বক্র না হইয়া সরল হয়, যদি কখন তত রক্তবর্ণ না হইয়া একটু গোলাপী বর্ণের হয়, তাহা হইলেও কতক পরিমাণে তাহাদের নাসিকার মত দেখাইতে পারে। তাহাদের ওষ্ঠাধর একটু একটু বিকাশোন্মুখ বসন্ত-বায়ু-বিকসিত নব গোলাপের মত গোলাপী কিন্তু যেরূপ প্রস্ফুট হইলে শিশুগণের "ঠোঁট ফুলান" হয় সে রূপ নহে। যে রূপ হইলে সামাজিকের মন হরণ করিতে পারে এ সেইরূপ প্রস্ফুট। তাহাদের কপোলগুলি সম্পূর্ণ; কমল-কোরক-নিভ কুচগুলি সুগোল, সুঠাম ও পীনোন্নত। নিতম্বদেশ অতি নিবিড় নিটোল এবং অতি সুকোমল, সে নিতম্ব গমন কালে একটু একটু দুলিতে থাকে, মনে হয় অচল মন্দার পর্ব্বত কি সচল?। করভ সদৃশ হস্ত এবং পদগুলি উপরিভাগ হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়াছে এবং পরিশেষে চম্পক কলিকা সদৃশ অঙ্গু-লিতে পরিণত হইয়াছে। বর্ণ তপ্তকাঞ্চন নিভ, উজ্জল প্রভায় বিকাশিত। পৌর্ণমাসী রজনীতে স্বচ্ছ সরোবরে শুভ্র চন্দ্রাংশু পতিত হইলে তাহা হইতে যেমন উর্দ্ধ সংস্পর্শ প্রভা বিকাশ হয়, ইহাদের শরীর হইতেও সেইরূপ নয়ন স্নিগ্ধকর অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ হইতেছিল। কেবল গৃহ কেন? হৃদয়াভ্যন্তর পর্য্যন্তও আলোকিত করিতেছিল।

এইরূপ ললনাগণের রূপমাধুরী ও আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া রাজকুমার ও তাঁহার বন্ধুগণ একেবারে বিমোহিত হইলেন। তাঁহারা যে, মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং বনমধ্যে সৈন্যগণ তাঁহাদের অপেক্ষায় কালাতিপাত করিতেছে, এই সমস্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত একেবারে বিস্মৃত হইলেন। কেমন একপ্রকার মোহ আসিয়া তাঁহাদিগকে আচ্ছাদিত করিল। এমন কি তাহারা দিবা রজনীর মধ্যে গৃহ হইতে কদাচিৎ বহিষ্কৃত হইতেন না।

এইরূপে তাঁহারা অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য বিশিষ্টা ললনাদিগের সহবাসে সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রুতিসুখ ভ্রমর স্বনগীতয়ঃ
কুসুমকোমল দন্ত রুচোবভুঃ।
উপবনান্তলতাঃ পবনাহতৈঃ
কিসলয়ৈঃ সলয়ৈরিবপাণিভিঃ

রঘুবংশম্।

স্বাভাবিকন্তু যন্মিত্রং ভাগ্যেনৈবাভি জায়তে;
তদাকৃত্রিম সৌহার্দ্দমাপৎস্বপি নমুঞ্চতি ॥

হিতোপদেশঃ।

এদিকে বনমধ্যে অনুচর ও সৈন্যগণ, রাজকুমার ও তাঁহার বন্ধুগণের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিল পরে প্রাতঃকালে ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিয়া কোথাও তাঁহাদিগকে না দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে পাটলী পুত্রাভিমুখে যাত্রা করিল এবং তথায় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইল। তচ্ছ্রবণে বৃদ্ধ মহারাজ যারপর নাই দুঃখিত হইলেন ও নানা দেশ বিদেশে পুত্রান্বেষণার্থে দূত প্রেরণ করিলেন। কিছুকাল পরে দূতগণ সকলেই পাটলীপুত্রে প্রত্যাগত হইল, কিন্তু কেহই রাজকুমারের কোন সংবাদ আনিতে পারিল না। তখন মহারাজ পুত্রশোকে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া মনদুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

পাঠক! আসুন আমরা এক্ষণে বৃদ্ধ মহারাজকে তাঁহার নিজ অদৃষ্টের ফল ভোগ করিতে রাখিয়া সেই নির্জ্জন বনমধ্যে প্রবেশ করি, যেখানে রাজকুমার তাঁহার বন্ধুগণ সহ অনির্ব্বচনীয় সুখ-সাগরে নিমগ্ন আছেন। চলুন আমরা সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার পার্শ্বস্থ উদ্যানের অত্যুচ্চতম বৃক্ষ শাখাভ্যন্তরস্থ হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে উদ্ঘাটিত বাতায়ন দিয়া তাঁহাদের অদৃষ্টে কি ঘটনা হয় তাহা অবলোকন করি। কিন্তু আপনি কি তত কষ্ট স্বীকার করিবেন? হয়ত আপনি বিরক্ত হইয়া অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন, ও নির্দ্দয়ান্তঃকরণে এ হতভাগ্য লেখকের রচনা এই পর্য্যন্তই শেষ করিবেন। কিন্তু আপনি জানেন, দুঃখানুসরণ বিনা সুখানুভব অতি দূরবর্ত্তী? সামাজিক বন্ধুগণ! অদ্য আমি যেরূপ আত্মাকে কভু বা ভীতি প্রদর্শনে চমকিত করিতে, কভু বা শঙ্কট-সঙ্কুল স্থানে বিচরণ করিয়া জীবনকে শঙ্কটাপন্ন করিতে, কভু বা আনন্দতরঙ্গ ভঙ্গি দর্শন করিয়া হৃদয়কে তরঙ্গিত করিতে এবং কভু বা স্বর্গীয় অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে আত্মাকে পরিতুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; আপনাদিগকেও সেইরূপ করিতে হইবে। সহানুভূতিই সংসারের এক মাত্র সুখ! স্বজাতীয় সুখ দুঃখানুসরণই জাতীয় প্রধান ধর্ম্ম; তিরস্কার করেন সহ্য করিব, কিন্তু হৃদয়কে ভগ্নোৎসাহ করিব না, উপদেশ দেন শ্রবণ করিব, কিন্তু মৌনাবলম্বন করিব না। পরদুঃখকাতরতা দর্শনে দ্রবীভূত হৃদয়ই হৃদয়। আমি একাকী কষ্ট স্বীকার করিতেছি আপনারাও অংশ ভাগী হইয়া

সহানুভূতি প্রদর্শন করুন। ঐ দেখুন রাজকুমার অপার আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন; ঐ দেখুন হেমচন্দ্র প্রফুল্ল বদনে হাস্য করিতেছে; ঐ দেখুন কুমারের অপর বন্ধুদ্বয় তাহাদের নিজ নিজ যুবতিদিগের সহিত কি কথা বার্ত্তা কহিতেছে। কিন্তু পাঠক! তাঁহারা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পর তাঁহাদের বন্ধুগণের সহিত পরস্পর কি আর সাক্ষাৎ হইয়াছিল? না, তাহা হয় নাই। তাহার কারণ পূর্ব্বেইত আপনাকে বলিয়াছি, যে তাঁহারা একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় মোহে আচ্ছাদিত হইয়াছিলেন। এমন কি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত নিজ নিজ বন্ধুগণের কথাও তাঁহাদের স্মৃতি পথ হইতে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। পাঠক! রাজকুমার ও তাঁহার বন্ধুগণ কিকারণে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার কারণ আপনি উৎসুক হইতে পারেন কিন্তু আপনাকে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে হইবে, পরে সমস্তই জানিতে পারিবেন। এক্ষণে আসুন আমরা ইহাদের অদৃষ্টের ঘটনা অবলোকন করি।

ঐ দেখুন রাজকুমার প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাম করতলে কপোল বিন্যস্ত করতঃ কি ভাবিতেছেন। তাঁহার এ গভীর চিন্তা কিসের? তিনি রাত্রিকালে যে কু স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাহাই চিন্তা করিতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি চকিত ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন এবং একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে গৃহের বাহিরে

গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তন্নিকটস্থ রমণী, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল "আর্য্য! এরূপ সহসা আপনার চিত্ত চাঞ্চল্য দেখিতেছি কেন? এবং দ্রুতপদে কোথায়ই বা গমন করিতেছেন"? রাজকুমার কহিলেন "সুন্দরি! অদ্য রাত্রি-কালে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন পিতা মহাশয় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, মাতা উচ্চৈস্বরে রোদন করিতেছেন এবং রাজ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করার পর, বন্ধুগণের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই, এমন কি ভ্রমেও তাঁহাদের কথা স্মরণ করি নাই. বোধ হয় তাঁহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করিয়াছেন। যাহা হউক আমি তাঁহাদের অনুসরনার্থ গমন করিতেছি"।

এই বলিয়া রাজকুমার কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহার বন্ধুত্রয়কে আহ্বান করিলেন। তাহারাও কুমারের ন্যায় পরস্পর বিস্মৃত হইয়াছিল, পরে তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ মাত্রেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিল। যুবতীচতুষ্টয়ও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিল। কুমার তাঁহার বন্ধুগণকে কহিতে লাগিলেন "বন্ধুগণ! প্রায় সার্দ্ধেক মাস গত হইল অমরা এখানে আসিয়াছি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তোমরা ভ্রমেও কাকারের নিমিত্ত আমাকে মন-মধ্যে স্থান দেও নাই এবং আমিও তোমাদিগকে বিস্মৃত হই-য়াছিলাম। যাহা হউক একণে চল স্বদেশে গমন করি।

বনমধ্যে সৈন্যগণকে রখিয়া আসিয়াছিলাম তাহাদেরই বা কি হইল? এতাবৎ কাল কিছুই জানিতে পারিলাম না, পিতা মাতারও কোন সংবাদ পাই নাই বিশেষতঃ অদ্য রজনীতে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন পিতা মহাশয় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই এই মুহূর্ত্তেই স্বদেশ গমনোদ্যোগী হও, আমার মন অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছে"।

কুমার নিরস্ত হইলে তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে হেমচন্দ্র সর্ব্বাগ্রই কহিল "বন্ধো! আমি পূর্ব্বেইত এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, এক্ষনে চলুন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আমারও মন স্বদেশ গমনার্থ নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে। দেখুন এখানে থাকিলে বিপৎ পাতের সম্পূর্ণ আশঙ্কা আমাদের এই চিত্ত পরিবর্ত্তনের দ্বারাই লক্ষিত হইতেছে। বিশেষতঃ আপনি মহারাজের একমাত্র সন্তান, মহারাজ বহুকষ্টে আপনার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা, সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকা আপনার কর্ত্তব্য; অতএব আর বিলম্ব করিবেন না, অবিলম্বেই গমনোদ্যোগী হউন"। কুমারের অপর বন্ধুদ্বয় কহিল "এবিষয়ে আমাদেরও কোন আপত্তি নাই; কিন্তু এতাবৎ কাল এখানে আসিয়া কেবল কক্ষ মধ্যেই কালাতিপাত করিলাম। অতএব এই বাটীর চতুর্দ্দিকস্থ উদ্যান ও বন একবার ভ্রমণ ও অবলোকন করিতে ইচ্ছা করি"। ইঁহাদের কথা শেষ হইতে

না হইতেই রমণীগণ কহিল " উত্তম কহিয়াছেন, অদ্য চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ ও অবলোকন করুন পরে কল্য স্বদেশে গমনের উপায় করিবেন "। এই কথা শুনিয়া কুমার মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যখন এতদিন গত হইয়াছে তখন আর একদিনের জন্য কি হইবে? বিশেষতঃ যে উদ্দেশ্যে এই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি এপর্য্যন্ত তাঁহার কিছুই অবগত হইতে পারি নাই; অতএব অদ্য চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ ও পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক, পরে কল্য স্বদেশ গমনের উদ্যোগ করা যাইবে। মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, " ভাল অদ্য তাহাই হউক "। হেমেন্দ্রচন্দ্রের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে অদ্যই স্বদেশে গমন করেন, কিন্তু কি করিবেন? অগত্যা তাঁহাকে তাঁহাদের মতেই সম্মত হইতে হইল।

এইরূপ কথোপকথনের পর কুমার ও তাঁহার বন্ধুত্রয় ভ্রমণোপযোগী বেশ ভূষা করিয়া বহির্গত হইলেন। যে সময়ে তাঁহারা কক্ষ হইতে বাহিরে আইসেন সেই সময় রমণীগণ কহিল, " আপনারা সকল দিকেই যাইবেন, কিন্তু পশ্চিম দিকস্থ উদ্যানে যাইবেন না; তথায় বিপৎপাতের সম্পূর্ণ আশঙ্কা আছে "। তাঁহারা তাহাতেই সম্মত হইয়া নিম্নে অবতরণ পূর্ব্বক, পূর্ব্ববৎ প্রকোষ্ঠ পরম্পরায় পাঁচটি অন্তঃপ্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া, বাটীর বহির্মার্গে আগমন করিলেন। তখন কুমার কহিলেন " বন্ধুগণ! ইহারা আমাদিগকে সকল স্থানেই ভ্রমণ করিতে বলিয়াছে, কেবল পশ্চিম দিকস্থ উদ্যানে

যাইতে নিষেধ করিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে উক্ত উদ্যানেই যাইতে আমার উৎসুক হইতেছে। অতএব চল আমরা অগ্রে উক্ত উদ্যানেই গমন করি"। তচ্ছ্রবণে হেমচন্দ্র কহিল "সখে! আপনি বারম্বার আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না. কিন্তু আমি দিব্যজ্ঞানে দেখিতেছি যে আমাদের বিপদ অতি নিকট। ইহারা পশ্চিমোদ্যানে যাইতে নিষেধ করিয়াছে, সেখানে যাইবার প্রয়োজন কি? চলুন আমরা স্বদেশেই গমন করি, আর ভ্রমণের প্রয়োজন নাই। বিবেচনা করিয়া দেখুন এই রমনীগণের নিকটে আসিয়া প্রথমতঃ আমাদের চিত্তবিকার উৎপন্ন হইয়াছে. নাজানি অদৃষ্টে আরও কি দুর্ঘটনা ঘটে। অতএব বন্ধো! মিনতি করি এই অসংসাহসিক অধ্যবসায় হইতে ক্ষান্ত হউন"।

হেমচন্দ্র অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন বটে কিন্তু সে কেবল তাঁহার অরণ্যে রোদন করা হইল, কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না সকলেই পশ্চিমোদ্যানাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সুতরাং হেমচন্দ্রকেও অগত্যা তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে হইল। তাঁহারা তথায় গমন করিয়া, চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ বকুল ও চম্পক বৃক্ষ মধ্যে ত্রৈলক্য লক্ষীর দর্পণস্বরূপ, বসুন্ধরাদেবীর স্ফটিক গৃহস্বরূপ, একটী মনোহর সরোবর নেত্র গোচর করিলেন। সরোবরের জল অতি নির্ম্মল। তাহে কমল, কুমুদ, কহ্লার, প্রভৃতি নানাবিধ কুসুম বিকসিত হইয়া, সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন

করিতেছে। কুসুমের সুরভি রেণু হরণ করিয়া শীতল সমীরণ নানা দিকে সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। সরোবরের চারি পার্শ্বে চারিটি শ্বেত প্রস্তরময় মনোহর ঘাট এবং প্রত্যেক ঘাটেরই দুই পার্শ্বে চারিটি করিয়া উন্নত তমাল পাদপ, বিস্তৃত শাখা প্রশাখা দ্বারা গগন আকীর্ণ করিয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে মনোহর উপবন। উপবনাস্থ লতার মুকুল গুলি সমস্তই প্রস্ফুটিত হইয়াছে; মধু-লোলুপ অলিকুল শ্রবণ মধুর গুনগুন রবে তাহাকে উপবেশন করিতেছে এবং মন্দ মন্দ পবনাহত নব নব কিসলয় গুলি ঈষৎ বিকম্পিত হইতেছে; দেখিলে বোধ হয় যেন কোমল দন্ত বিকাশী লতা বধুর হাসি আর মুখে ধরে না, যেন মৃদু মৃদু গান করিতে করিতে তালে তালে হস্ত নাড়িয়া নৃত্য করিতেছে। স্থানে স্থানে কুঞ্জবন ও লতা মণ্ডপ, মধ্যে মধ্যে মসৃণ উজ্জ্বল শিলা পতিত রহিয়াছে। তাঁহারা চারি জনেই সেই ঘাটের উপরিতন চত্বরোপরি উপবেশন করিলেন। এদিকে বেলাও প্রায় শেষ হইয়াছে, তপনদেব তাঁহার প্রখর কিরণ জাল সংহার পূর্ব্বক অস্তাচলে গমনোদ্যোগ করিতেছেন। উপযুক্ত সময় পাইয়া পবন দেব ও কখন দ্রুত কখন মৃদুভাবে বহিতেছেন এবং তৎসংযোগে সরোবরে হিল্লোল উত্থিত হইয়া ঘাটস্থ সোপান শ্রেণীতে মৃদু মৃদু আঘাত করিতেছে। তদ্দ্বারা যে সকল ফেন রাশি উৎপন্ন হইতেছিল তৎ সমুদায় মরুৎ সহকারে তাড়িত হইয়া বিন্দু বিন্দু আকারে তাঁহাদের গাত্রস্পর্শ করিতে লাগিল।

বারিশীকরসম্পৃক্ত সুশীতল সমীরণ স্পর্শে তাঁহাদের বোধ হইল যেন তুষারে অবগাহন করিতেছেন।

এবম্ভূত মনোরম্য স্থানে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারা পরস্পর কথোপকথন করিতে করিতে রাজকুমারের সাতিশয় শয়নেচ্ছা হইল এবং সেই শ্বেত প্রস্তর ময় চত্বালোপরি শয়ন করিয়া শীঘ্রই নিদ্রাগত হইলেন। কুমার নিদ্রাগত হইলে তাঁহার বন্ধুত্রয় কথোপকথন করিতেছে এমন সময় ঐ ঘাটের পার্শ্বস্থ পূর্ব্বোক্ত তমালবৃক্ষ গুলির মধ্যে একটি বৃক্ষের মধ্যস্থল হঠাৎ ভয়ঙ্কর চড় চড় শব্দ করিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইল এবং ঐ ফাটলের ভিতর হইতে একটি বিকটাকার মনুষ্য মূর্ত্তি বহির্গত হইল। তাহার দুই হস্তে দুইটি মার্জ্জনি আছে। সে বৃক্ষের ফাটল হইতে বহির্গত হইয়া যে স্থানে কুমার ও তাঁহার বন্ধুত্রয় ছিলেন সেই স্থানেই আসিল এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া হস্তস্থ মার্জ্জনি দ্বয়ের দ্বারা ঘাট পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে ক্রমশঃ চারিটী ঘাট উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া পুনর্ব্বার সেই বৃক্ষের ফাটলের ভিতর প্রবেশ করিল এবং বৃক্ষটীও পূর্ব্ববৎ শব্দ সহকারে পূর্ব্বাবস্থা ধারণ করিল।

রাজকুমারের বন্ধুত্রয় এই অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া এককালীন আশ্চর্য্যান্বিত ও ভয়বিহ্বল চিত্তে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে পুনর্ব্বার অপর একটী বৃক্ষ পূর্ব্ব মত শব্দ সহকারে দুই ভাগে বিভক্ত হইল এবং ইহার ভিতর হইতেও পূর্ব্বের ন্যায় একটী বিকটাকার

মনুষ্য নিষ্ক্রান্ত হইল। ইহার স্কন্ধদেশে একটী অজিনময় বারি সেচনি আছে। সে বাহিরে আসিয়া সরোবর হইতে বারি উত্তোলন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত চারিটী ঘাটই পাদিল সিক্ত করিল এবং পূর্ব্ববৎ সেই বৃক্ষের ফাটলে প্রবেশ করিবা মাত্রেই বৃক্ষ পূর্ব্বাবস্থা ধারণ করিল। কুমারের বন্ধুগণ সেই স্থানে উপবেশন করিয়া এই সকল ব্যাপার নয়নগোচর করতঃ ভয়বিহ্বল চিত্তে মনে মনে কহিতে লাগিলেন না জানি কি বিপদই উপস্থিত হয়? বোধ হয় এই কারণেই যুবতীগণ আমাদিগকে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছিল। হেমচন্দ্র তাঁহার বন্ধুদ্বয়কে কহিলেন "দেখিলে? আমি এখানে আসিতে প্রথমেই ত নিষেধ করিয়াছিলাম। যাহা হউক বোধ হয় আমাদের বিপদ অতি নিকট; এক্ষণে চল, এস্থান হইতে সত্বর প্রস্থান করা যাউক"

তাঁহারা প্রস্থান করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া সুপ্ত রাজকুমারকে প্রবোধিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা বিফল হইল কুমার গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া ছিলেন, তাঁহারা কোন ক্রমেই তাঁহাকে জাগরিত করিতে পারিলেন না এমনকি সুপ্তাবস্থাতেই তাঁহাকে উত্তোলন পূর্ব্বক ধরিয়া দণ্ডায় মান করিয়া দিলেও তিনি মৃত ব্যক্তির ন্যায় শায়িত ও ভূপতিত হইতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। অবশেষে তাঁহারা বিফল চেষ্ট ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রাজ-

কুমারকে তাঁহার নিজ অদৃষ্টের ফলভোগ করিতে রাখিয়া সেস্থান হইতে পলায়ন করতঃ পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকাভ্যন্তরস্থ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট-কক্ষাভিমুখে গমন করিলেন ।

পাঠক মহাশয় ! কুমারের বন্ধুগণের এবম্বিধ অসদাচরণে বোধ হয় আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু কি করিব ? সংসারের প্রকৃত সাদৃশ্য চিত্রিত করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। আমরা জগতে কি দেখিতে পাই ? সহানুভূতি কোথায় ? বিপদে সহায়, ঐশ্বর্য্যে সুখী, দুঃখে কাতর, জীবনান্তে জীবনান্তেচ্ছুক কয়জনকে দেখিতে পাই ? কয়জন পরস্পরে নির্জ্জনে গুণগত, অবস্থাগত, প্রাকৃতিক সাম্য ও সুখ দুঃখ সমালোচনা করিয়া থাকেন ? যত দিন না সকলে এক প্রাণে, ঐকান্তিক স্বেচ্ছায়, পরস্পরের সহায় হইবেন তত দিন এ সামাজিক গগণ মণ্ডল বিদ্বেষ ঘনমালায় আচ্ছাদিত থাকিবে ; সুখচন্দ্র আনন্দতারা পরিবেষ্টিত হইয়া, আত্ম প্রকাশে সমর্থ হইবে না। এবিষয়ে যতই দৃঢ় স্বচ্ছ ও সুন্দর দৃশ্য প্রদর্শিত হইবে, ততই সংসারের শুদ্ধি ও সংশোধন হইবে। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক অনুকরণীয়। অদ্য যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, ইহা যে সংসারের একমাত্র পাপময় ঘৃণিত বিষয় তাহা আর বোধ হয় কেহই বুঝিতে ইতস্ততঃ করিবেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পিপাসা ক্ষামকণ্ঠেন যাচিতঞ্চাম্বুপক্ষিণা।
নবমে ঘোজ্‌ঝিতাচাস্ত ধারানিপতিতামুখে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌।

প্রিয় পাঠক! আপনার মনে এরূপ তর্ক হইতে পারে যে, রাজকুমার কি জন্য ঈদৃশ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন? কিন্তু পূর্ব্বেইত আপনাকে বলিয়াছি যে,পরে সমস্তই অবগত হইবেন। অদ্য আপনাকে সমস্তই জ্ঞাত করাইব। এক্ষণে আসুন্‌ আমরা সেই সরোবরের তীরে যে স্থানে কুমার তাঁহার ভীরু বন্ধুগণ কর্ত্তৃক্‌ পরিত্যক্ত হইয়া একাকী সুষুপ্ত আছেন, সেই স্থানে গমন করি। চলুন্‌ ঐ বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া রাজকুমারের অদৃষ্টে কি ঘটনা হয় তাহা অবলোকন করি।

কুমারের বন্ধুগণ তাঁহাকে একা রাখিয়া প্রস্থান করিলে, তাহার অব্যবহিত পরেই তিনি সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া দেখিলেন তাঁহার বন্ধুগণ নিকটে নাই। তখন তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন বোধ হয় আমি অধিক ক্ষণ নিদ্রাগত হওয়াতে রজনী সমাগত দেখিয়া তাঁহারা গমন করিয়াছেন, যাহা হউক আমিও এক্ষণে গমন করি। তিনি মনে মনে এই সকল বিষয় আন্দোলন করিতেছেন ইতিমধ্যে সেই সরোবরে সহসা ভয়ঙ্কর তরঙ্গ উত্থিত হইল। কুমার একদৃষ্টে সেইদিকেই চাহিয়া

রহিলেন, দেখিতে দেখিতে সেইসরোবরের মধ্যস্থল হইতে চারিটি নরমুণ্ড ভাসিয়া উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে কুমারের দিকে চাহিয়া এরূপ বিকট স্বরে হাসিতে আরম্ভ করিল যে, রাজকুমার না হইয়া অপর কেহ হইলে ভয়েই সেইস্থানে মূর্চ্ছিত হইত। কিন্তু কুমারের চিত্ত সে প্রকার ভীতি-সঙ্কুল নহে। তাঁহার মনে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যত বিপদই হউক না কেন যতক্ষণ আমার এই তরবার নিকটে থাকিবে ততক্ষ। আমাকে কিছুতেই বিপদগ্রস্থ করিতে পারিবে না। যদ্যপি তাহাই না হইবে, তবে, যুবতীগণের নিকট পশ্চিমোদ্য নে ভয়ের বিষয় শ্রবণ করিয়াও পুনর্ব্বার তথায় আসিতে কিরূপে সাহস হইবে? বস্তুতঃ তাঁহার সঙ্গীগণ সেরূপ নহে, তাহারা অত্যন্ত ভীরু যদ্যপি তাহাদের কেহ একাকী নির্জ্জনাবস্থায় এরূপ বিষয় নয়নগোচর করিত তাহা হইলে সেই স্থানেই ভয়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত। যাহা হউক কুমার এই অলৌকিক ব্যাপার অবলোকনে কথঞ্চিৎ বিস্ময়াপন্ন হইলেন বটে, কিন্তু তিনি অকুতোভয়ে ও অসীম সাহসে স্থির করিয়া মুণ্ডচতুষ্টয়ের হাস্য অবলোকন করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে তন্মধ্যবর্ত্তী একটী মুণ্ড অপর মুণ্ডত্রয়কে কহিল "ওহে! তোমরা হাসিও না আমাদের সঙ্গী বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে উহারাও অচিরাৎ সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।" তচ্ছ্রবণে দ্বিতীয়মুণ্ড কহিল "হাঁ তুমি যথার্থ কহিয়াছ, ও ব্যক্তি নিঃস-

ন্দেহেই অচিরে আমাদের ন্যায় অবস্থাপন্ন হইবে"। পরে তৃতীয় মুণ্ড কহিল "আহা! ও ব্যক্তি নির্দ্দোষী, উহার মঙ্গল চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এজন্মেত আমাদের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে আবার পরহিংসা!! উহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত।" এই বলিয়া তৃতীয়মুণ্ড নিরস্ত হইলেপর, চতুর্থমুণ্ড রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "যুবক! তোমার আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমি কোন নৃপতির কুলোজ্জল করিয়াছ; অতএব যদি তাহাই হও, অথবা তদানুষঙ্গিক হও তোমাকে সতর্ক করিতেছি তুমি শীঘ্র সাবধান হও। তুমি যে অতি বিপদ-সঙ্কুল স্থানে আগমন করিয়াছ ইহা বোধ হয় জ্ঞাত নও, যাহা হউক তোমার বিপদ অতি নিকট, শীঘ্র এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, নতুবা তোমাকেও আমাদের মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। যে কারণে আমরা এই শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা শ্রবণ কর"।

"আমরা এই চারিজনে পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন হইয়া একদা বনভ্রমণে যাত্রা করি এবং বনের নব নব শোভাবলোকন করিতে করিতে ক্রমশঃ গহণ অটবী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে এই সুরম্য জনহীন অট্টালিকা হঠাৎ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এরূপ নিবিড় অটবী মধ্যে এবম্ভুত মনোহর অট্টালিকা কাহার ইহা জানিবার কারণ নিতান্ত উৎসুক হইয়া আমরা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া চারিটী যুবতী রমণী ব্যতীত আর কাহাকেও

দেখিতে পাইলাম না। দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ বাটীর মধ্যে প্রবেশ মাত্রেই আমরা আমাদিগের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্তই বিস্মৃত হইলাম এবং সেই হতভাগিনীগণের রূপ মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া তথায় কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে আমরা কোন বিশেষ কারণ বশতঃ জানিতে পারিলাম যে, ঐ রমণী চতুষ্টয়ের মধ্যে একটী মানবী ও অপর তিনটী রাক্ষসী! এবং ঐ রাক্ষসীত্রয়ই ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা দ্বারা আমাদিগকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। তখন আমরা যারপর নাই ভয় বিহ্বলান্তঃকরণে বন্ধু চতুষ্টয়ে মিলিত হইয়া স্বদেশ গমনের প্রস্তাব করিলাম। রাক্ষসীগণ প্রথমতঃ আমাদিগকে অনেক প্রলোভন দেখাইয়া স্বদেশ গমনেচ্ছা হইতে বিরত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। পরে আমাদিগের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া আমাদিগকে যে অবস্থাপন্ন করিয়াছে, তাহা নয়নগোচর করিতে আর তোমার বাকী নাই। উক্ত রাক্ষসী ত্রয়ই এই মনোহর উদ্যান ও সরোবরের একমাত্র অধিকারিণী। ইতিপূর্ব্বে বৃক্ষ ফাটল হইতে বহির্গত যে দুটী বিকটাকার নরমূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছ, উহা কেবল ঐ রাক্ষসীত্রয়ের ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রভাব মাত্র। উহাদের সহিত যে একটী মানবী আছে, তাহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকার একটী ক্ষুদ্র চিহ্ন আছে এবং সে অতি সচ্চরিত্রা। যাহা হউক তুমি এই ভীষণ স্থান হইতে শীঘ্রই প্রস্থান কর, নতুবা অচিরেই ঐ রাক্ষসীগণের ঐন্দ্রজালিক কুহকে পতিত হইবে"।

এই বলিয়া মুণ্ডচতুষ্টয় জল মধ্যে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল।

রাজকুমার এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া এবং এই শোচনীয় ঘটনা শ্রবণ করিয়া যারপর নাই বিস্ময়ান্বিত হই· লেন। মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন "বৃক্ষকাটল হইতে বহির্গত যে দুইটী বিকটাকার নরমূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছ" ইহার মর্ম্মত কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। বোধ হয় আমার নিদ্রাবস্থাতে বন্ধুগণ এই ভীষণ দৃশ্য দর্শনে ভীত হইয়াই প্রস্থান করিয়াছে। "রাক্ষসীগণের সহিত যে মানবী আছে, তাহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকার একটী ক্ষুদ্র চিহ্ন আছে,"—তবে আমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষস্থ রমণীই কি মানবী? তাহারইত কপালে একটী ক্ষুদ্র চিহ্ন দেখিয়াছি। যাহা হউক এক্ষণে এই নৃশংসিনীগণের অজ্ঞাতে সবান্ধবে প্রস্থান করিতে পারিলেই মঙ্গল, নতুবা আমাদের বিপদ অতি আসন্ন দেখিতেছি।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কুমার যারপর নাই ব্যাকুলিত চিত্তে গাত্রোত্থান করতঃ সেই অট্টালিকাভি মুখে যাত্রা করিলেন, এবং স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গমন করিয়া কক্ষপার্শ্বস্থ বাতায়ন উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তন্নিকটে একখানি চৌকির উপর বিষণ্ণবদনে উপবিষ্ট হইয়া বাম করতলে কপোল বিন্যস্ত করতঃ কি উপায়ে নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিতে পারিবেন, মৌন- ভাবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ কক্ষস্থ রমণী

তাঁহাকে এতাদৃশ চিন্তিত দেখিয়া কহিল "যুবক! অদ্য উদ্যান ভ্রমণ করিয়া আসার পর আপনাকে ঈদৃশ বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? এবং চারি জনে একত্র গমন করিয়া কি নিমিত্তই বা আপনার আসিতে এত বিলম্ব হইল'? যুবতী এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তাহার কোনই উত্তর পাইল না। তখন মনে মনে বিবেচনা করিল, বোধ হয় ইনি স্বদেশ যাইবার কারণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন এবং তদ্বিষয়েই চিন্তা করিতেছেন; অথবা অদ্য পশ্চিমদিকস্থ উদ্যানে গমন করিয়াছিলেন এবং তথাকার সমস্ত বিষয় অবলোকন করিয়া ঈদৃশ বিমর্ষ-ভাবাপন্ন হইয়াছেন। যাহা হউক, পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি। এই বলিয়া কুমারকে পুনর্ব্বার সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল "যুবক! বোধ হয় অদ্য আপনার স্বদেশ যাইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছে, নতুবা সহসা এরূপ চিত্ত-বৈলক্ষণ্যের কোন কারণই লক্ষিত হইতেছে না"। এতচ্ছ্রবণে রাজকুমার অন্তরের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "না, আমরা এক্ষণে কিছুদিন স্বদেশে যাইব না, চতুর্দ্দিক ভাল রূপ পর্য্যটন না করিয়া গমন করা হইতেছে না।" যুবতি কহিল "তবে কি অদ্য আমাদের নিষিদ্ধ পশ্চিমোদ্যানে গমন করিয়াছিলেন?" কুমার কহিলেন, "হাঁ, পশ্চিমোদ্যানেই গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তথায় অতি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার অবলোকন করিয়াছি"।

এই বলিয়া কুমার উদ্যানস্থ সরোবর-তটে সুপ্তোত্থিত হইয়া

যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বিষয় যুবতীর নিকট কহিলেন, কিন্তু মুণ্ডচতুষ্টয়ের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা কিছুই বলিলেন না। তাঁহার নিকটস্থ রমণীই মানবী, ইহা যদিও তিনি ঐ মুণ্ড চতুষ্টয়ের বাক্যে দ্বারা অবগত হইয়াছিলেন, তথাপি মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, নৃশংসিনীগণের নিকটে থাকিয়া ইহারও স্বভাব দূষিত হইতে পারে, কি জানি, যদ্যপি একথা প্রকাশ করে, তাহা হইলে নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করা দুরূহ হইবে। এই ভয়ে সে বিষয় তাহাকে কিছুই বলিলেন না।

যুবতি, রাজকুমারের নিকট এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, যখন পশ্চিমোদ্যানে গমন করিয়াছিলেন, তখন অবশ্যই মুণ্ডচতুষ্টয়ের নিকট এই রাক্ষসীগণের কথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই বোধ হয় এরূপ বিষণ্ণ ভাবাপন্ন হইয়াছেন। যাহা হউক এক্ষণে ইহাঁদের প্রস্থান বিষয়ক সুযোগ বলিয়া যদি নিজ পরিত্রাণের কোন উপায় করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করি। ইনি যে নৃপতি বংশোদ্ভব, তাহাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ প্রাতে নিজ মুখেই বলিয়াছেন যে, "স্বপ্ন দেখিয়াছি রাজ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে।" এই কথা দ্বারাই সে সন্দেহ এক কালে দূরীভূত হইয়াছে; কিন্তু কি জানি, যদি আপনাদের প্রস্থানের সুযোগ পাইয়া আমাকে এই নৃশংসিনীগণের হস্ত হইতে উদ্ধার না করেন, অতএব অগ্রে সে বিষয় অঙ্গীকার করাইয়া লইব।'

যুবতি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, কুমারকে কহিল, "আপনি পশ্চিমোদ্যানের সরোবরস্থ নরমুণ্ড চতুষ্টয়ের নিকট আমাদের বিষয় কিছু কি শ্রবণ করিয়াছেন ? অথবা ইহা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি ? শুনিয়া থাকুন আর নাই শুনিয়া থাকুন, আমি নিজেই ব্যক্ত করিতেছি, আপনার বন্ধুত্রয়ের নিকটস্থ রাক্ষসীত্রয়ের হস্ত হইতে আপনারা সত্বর সাবধান হউন । আমি আপনাদিগের নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিবার বিলক্ষণ সদুপায় বলিতে পারি ; কিন্তু অগ্রে আমার নিকট একটী বিষয়ের অঙ্গীকার করিতে হইবে । প্রতিজ্ঞাটী এই যে, আমি যদি আপনাদের প্রাণ রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করি, তাহা হইলে আপনারা আমাকেও ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন ।"

যুবতির এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কুমার হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! বুঝিলাম, দেবগণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন ; এই মাত্র আমি মনে মনে তাঁহাদের নিকট কত পরিতাপ করিতেছিলাম । এক্ষণে জানিলাম তাঁহারা আমার পরিতাপ শুনিয়া সদয় হইলেন, তাহাতেই প্রিয়ার মুখ হইতে এই সকল কথা শ্রবণ করিলাম। চাতক পিপাসায় শুস্ক কণ্ঠ হইয়া জল প্রার্থনা করিল, অমনি নবজলধর হইতে শীতল জলধারা তাহার মুখে পতিত হইল। জীবিতেশ্বরি! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদ্যপি তুমি আমাদের নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান বিষয়ে সদুপায় বলিতে পার, তাহা হইলে

তোমাকে নিশ্চয়ই এই নৃশংসিনীগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিব। এক্ষণে মিনতি করি, কি উপায়ে আমাদের প্রাণ রক্ষা হয় তাহা শীঘ্র বল। উহারা তিন জনে রাক্ষসী, এবং তুমি মানবী ইহা আমি ঐ মুণ্ডচতুষ্টয়ের নিকটেই শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু প্রিয়ে! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুমি একাকিনী মানবী, হইয়া কিরূপে এই রাক্ষসীত্রয়ের নিকট নির্ভয়ে কাল যাপন করিতেছ?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আত্মম্ভরিস্ত্বং পিশিতৈর্নরাণাং,
ফলেগ্রহীন্ হংসি বনস্পতীনাম্।
শৌবস্তি কস্ত্বং বিভবান যেষাং,
ব্রজন্তি তেষাং দয়সে ন কস্মাৎ॥

ভট্টিকাব্যম্।

যুবতি, কুমারের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, নিজ পরিত্রাণ বিষয়ে কথঞ্চিৎ আশা প্রাপ্ত হইয়া কহিল, "প্রাণেশ্বর! যদি দাসীর প্রতি অনুগ্রহই করিলেন, তবে আরও একটী কার্য্য করুন। আমার হস্ত ধারণ করুন, আমি আপনাকে আর

একটি কথা বলিব।" কুমার যুবতির হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে কি বলিবে বল"। যুবতি কহিল, "নাথ! আর কি বলিব? আপনি আমার পাণি গ্রহণ করিলেন, ইহাই যেন স্মরণ থাকে। অদ্যাবধি আমি আপনার ধর্ম্মপত্নী হইলাম।" এই বলিয়া বাহু যুগল দ্বারা কুমারের কণ্ঠ বেষ্টিত করিল। কুমার আহ্লাদে অধীর হইয়া কহিলেন, "জীবিতেশ্বরি! পাছে তোমাকে এই নৃশংসিনীগণের নিকট হইতে লইয়া না যাই, এই ভয়ে ছলে পাণি গ্রহণ করাইলে? প্রিয়ে! যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমাদের প্রাণ রক্ষা হইলে তোমারও প্রাণ রক্ষা করিব, তখন তাহা কোন মতেই অন্যথা হইবে না। এক্ষণে কি সুযোগে আমরা নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিতে পারি, তাহা শীঘ্র বল।"

যুবতি কহিল, "নাথ! প্রস্থানের নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইবেন না, ব্যস্ত হইলে উহারা সমস্তই জানিতে পারিবে। নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিতে হইলে, অন্যূন এক সপ্তাহ কালবিলম্ব করিতে হইবে। এক্ষণে আমি কিরূপে এই রাক্ষসীগণের হস্তে পতিত হইলাম, তাহা শ্রবণ করুন। এই যে জনহীন, গহন অটবী ও তন্মধ্যে মনোহর উদ্যান এবং বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতেছেন, আমার পিতা মহারাজ চন্দ্রশেখরই ইহার এক মাত্র অধীশ্বর ছিলেন। ইহা অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ও বহু জনাকীর্ণ মহানগরী ছিল। পিতা মহাশয় একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন। আমি তাঁহারই একমাত্র কন্যা। শৈশব

কালে মাতার নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি বহু দিবসাবধি সন্তান কামনা করিয়াও বিফল চেষ্ট হন। অবশেষে এক সন্ন্যাসী পীড়িত অবস্থাতে আমাদের বাটীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। বহু সংখ্যক দাস দাসী থাকিতেও মাতা নিজেই তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন। সন্ন্যাসী মাতার প্রযত্নে আরোগ্য লাভ করতঃ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে একটি ঔষধ দিয়া গিয়াছিলেন এবং কহিয়াছিলেন যে, এই ঔষধের প্রভাবে স্বর্গ বিদ্যাধরী তোমার উদরে জন্ম গ্রহণ করিবে। তাঁহার গমনের কিছুকাল পরেই, মাতা গর্ভবতী হন ও যথাকালে আমাকে প্রসব করেন। এই নিমিত্ত আমি পিতা মাতার অত্যন্ত আদরের কন্যা ছিলাম।"

"একদা সিংহল দ্বিপাধিপতির পুত্রের পরিণয়োপলক্ষে, পিতা মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া, নানাবিধ অস্ত্রধারী বহু সংখ্যক সেনা সমভিব্যাহারে, অর্ণব পোতারোহণ পূর্ব্বক স্বয়ংই তথায় গমন করেন। আমাদের বাটীর অনতি দূরে, উত্তরদিকে একটী কলস্বনা, স্রোতস্বতী তটিনী প্রবাহিতা আছেন। পিতা মহাশয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহারা ঐ নদী দিয়া সিংহল দ্বীপে গিয়াছিলেন। উহা বিন্ধ্যাচল হইতে উৎপন্ন হইয়া গোদাবরী নাম ধারণ পূর্ব্বক বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। সিংহল দ্বীপ হইতে প্রত্যাগমন কালে, পিতা মহাশয় এক দিবস প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া, পোতের অগ্রভাগের দিকে উপবেশন পূর্ব্বক সমুদ্রের শোভাবিলোকন করিতে-

ছিলেন। এমন সময় অদূরে একটী পরম রমণীয় অট্টালিকাময় ক্ষুদ্র দ্বীপ তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি নাবিককে ঐ দ্বীপে পোত লাগাইতে আদেশ করিলেন। পোত তীরের নিকট-বর্ত্তী হইবা মাত্র, পিতা মহাশয় ও তাঁহার সচিব উভয়ে অপর একটী ক্ষুদ্র পোত আরোহণ করিয়া, ঐ দ্বীপে অবতরণ করি-লেন ও পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকাভিমুখে গমন করিলেন।"

" ঐ অট্টালিকার শোভা পিতা মহাশয়ের নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি তাহা ঠিক এই পুরীর আধুনিক শোভার ন্যায়। তাঁহারা ঐ নির্জ্জন অট্টালিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তিনটী স্ত্রীলোক ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। স্ত্রীলোকত্রয় তাঁহাদিগকে দেখিবা মাত্র, উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিয়া পিতা মহা-শয়ের চরণে নিপতিতা হইল, ও কহিল "মহাশয়! আপনি আমাদিগকে এই নির্জ্জন স্থান হইতে উদ্ধার করুন; আমরা অতি শৈশবাবস্থাতেই এই স্থানে নির্ব্বাসিত হইয়াছি। কে আমা-দিগকেএখানে আনিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমারা সখীত্রয়ে মিলিত হইয়া এক দিবস আমাদিগের বাটীর নিকটবর্ত্তি উপত্যকা ভূমিতে পুষ্পচয়ন করিয়া মালা গাঁথিতেছিলাম। এমন সময় সহসা ভয়ঙ্কর ঝড় উপস্থিত হইল, ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে এত ধূলি উড়িতে লাগিল যে, সমস্ত উপত্যকাভূমি কুজ্ঝটিকার ন্যায় তিমিরাবৃত করিল। যে সময় ধূলি উড়িতে আরম্ভ হয় সে সময় আমরা তিন জনেই চক্ষু মুদিত করিয়াছিলাম, পরে ঝড় নিবৃত্তি হইলে চক্ষুরুন্মিলন

করিয়া দেখি যে, তিন জনেই এই অট্টালিকার প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছি। তদবধি স্বদেশ গমনে অনন্যোপায় হইয়া এই স্থানেই কালযাপন করিতেছি; এক্ষণে মহাশয় যদ্যপি অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসিয়াছেন, তবে এই দাসীদিগকে স্বদেশে লইয়া চলুন। আমরা আপনার পরিচারিকা হইয়া থাকিব। অধিক কি, মহাশয়! সুরম্য প্রাসাদ মধ্যে নির্জ্জনা-বস্থায় রাজভোগ অপেক্ষা লোকালয়ে ভিক্ষাও শ্রেয়স্কর’।

পিতা মহাশয় রমণীত্রয়ের এই সকল খেদসূচক কথা শ্রবণে সাতিশয় দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া, উহাদিগকে স্বদেশে আনিলেন ও স্বতন্ত্র আবাস-ভবন নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। উহারা উক্ত ভবনেই কালাতিপাত করিতে লাগিল।

এইরূপে কিছু দিন গত হইলে, একদা রজনী শেষে পিতা মহাশয় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার রাজ্য লক্ষ্মী তাঁহাকে কহি-তেছেন, “বৎস! বহুকালাবধি তোমার নিকট অনশন অব-স্থাতে আছি, কিন্তু দারুণ ক্ষুধানল আর সহ্য করিতে পারি না, অতএব কিছু দিনের মধ্যেই তোমাকে নগর সহিত গ্রাস করিব।” এই কথা বলিয়াই যেন তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। পিতা মহাশয় এবম্ভূত নিদারুণ, হৃদয় বিদারক স্বপ্ন অবলোকন করিয়া, সাতিশয় শোকাকুলচিত্তে শয্যাত্যাগ করিলেন এবং যথাবিধানে প্রাতঃ ক্রিয়াদি সমাপনান্তে, রাজ সভায় আগমন করিয়া অমাত্যবর্গকে কহিলেন, “অদ্য আমি অত্যন্ত অসুস্থ আছি। এ অবস্থায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করা আমার পক্ষে

নিতান্ত ক্লেশ কর; অতএব অদ্য সভা ভঙ্গ কর।” অমাত্য-বর্গকে এই আদেশ প্রদান করিয়া, তিনি স্বীয় সচিবকে সঙ্গে লইয়া, একটি নির্জ্জন কক্ষ মধ্যে গমন করিলেন, ও তথায় যাইয়া, স্বপ্ন বিষয়ক সমস্ত কথাই তাঁহাকে অবগত করাইলেন।

সচিব প্রবর, এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, পিতা মহাশয়কে কহিলেন “মহারাজ! স্বপ্ন সমস্তই অলীক, যে ব্যক্তি ভিক্ষুক, দিনান্তেও যাহার অন্ন হওয়া ভার, ভিক্ষা দ্বারাও যাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না, সেও কখন কখন স্ব: এই সসাগরা ও সদ্বীপা পৃথিবীতে একাধিপত্য করে, এবং যিনি মহারাজাধিরাজ যিনি এই বিপুলবিশ্বে একাধিপত্য করিতে পারেন, তিনিও কখন কখন স্বপ্নে ভিক্ষাপাত্র হস্তে করিয়া, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। অতএব মহারাজ! সেই অলিক চিন্তাকে সত্য জ্ঞান করিয়া শোক-সাগরে মগ্ন হওয়া ভবাদৃশ বিজ্ঞ লোকের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত। আরও দেখুন যদ্যপি স্বপ্ন সত্য হইত তাহা হইলে এই বিপুল সংসারে আর কাহারও কোন বস্তুরই ভাবনা থাকিত না।” তাঁহার এইরূপ আশ্বাস জনক বাক্যে পিতা মহাশয় পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণ করিলেন।

পর দিন প্রাতে পিতা মহাশয়, প্রাতঃ ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া, রাজ সভায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় আমাদের এক জন অশ্বপাল তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, “মহারাজ: দুইটি অশ্ব পাওয়া যাইতেছে না। গত রজনীতে অশ্বগণ যথা-

স্থানে বদ্ধ ছিল, প্রাতে দেখিলাম দুইটি অশ্ব নাই।" অশ্বপাল এই কথা বলিতেছে ইতিমধ্যে নগরপাল আসিয়া কহিল "মহারাজ! আপনি দ্বীপ হইতে রমণী-ত্রয়কে আনিয়া যে ভবনে রাখিয়াছিলেন, তাহার সম্মুখে দুইটী ঘোটক-মস্তক ও কঙ্ক গুলি অস্থি পতিত রহিয়াছে; দেখিলেই বোধ হয় অশ্ব দুটী গত রাত্রেই হত হইয়াছে। কিন্তু মহারাজ! ঐ অশ্বের প্রকৃত হত্যাকারীর কোন অনুসন্ধানই করিতে পারিলাম না।" নগরপালের এই কথা শেষ হইতে না হইতেই, একজন ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে পিতা মহাশয়ের নিকট আসিয়া কহিল "মহারাজ! অদ্য প্রাতে আমি আমার একমাত্র দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্রকে সঙ্গে লইয়া পুষ্প চয়নার্থ গমন করিতেছিলাম; কিন্তু আপনি দ্বীপ হইতে রমণী ত্রয়কে আনিয়া যে ভবনে রাখিয়াছেন, উহার সম্মুখ দিয়া গমন করিতে করিতে আমার পুত্র ঐ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি তাহাকে এত ডাকিলাম, কিন্তু তাহার কোন উত্তর পাইলাম না। অবশেষে ঐ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার মানসে যেমন দ্বারের নিকটে যাইলাম, অমনি ঐ রমণী-ত্রয়ের মধ্যে একজন আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। আমি বারংবার দ্বারে করাঘাত করাতে দ্বারটি পুনরুদ্ঘাটিত হইল এবং একটী ভীষণ স্ত্রীমূর্ত্তি বহির্গত হইল। আমি সেই ভয়ঙ্কর আকৃতি দেখিয়াই ভয়ে হত চৈতন্য প্রায় হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলাম।মহারাজ! ঐ পুত্র ব্যতীত আমার আর কেহই নাই। আপনি

অনুগ্রহ করিয়া আমার পুত্রকে বাহিরে আনাইয়া দিতে আজ্ঞা করুন।”

পিতা মহাশয় যুগপৎ এই তিনটি শোচ্য সংবাদ শ্রবণে ঐ রমণী-ত্রয়ের উপর যারপর নাই সন্দিগ্ধ ও ক্রোধান্বিত হইলেন এবং উহাদিগকে অবিলম্বে সভা সমক্ষে উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞা মাত্র তাহারা তিন জনেই সভা সমক্ষে আনীত হইল। তখন পিতা মহাশয় উহাদিগকে ভৎসনা করিয়া কহিতেলাগিলেন “রে পাপিনীগণ! তোরা কি জন্য নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণ কুমারকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিস? তোরা এই নিমিত্তই কি সেই নির্জ্জনদ্বীপ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তত কাতর বচনে বিনয় করিয়াছিলি? না তোদের নিশাচরীর ধর্ম্মই এইরূপ? এইরূপেই কি তোরা উপকারের প্রতিশোধ দিয়া থাকিস? রে নরপিশিত লোলুপা, বনস্পতি-ফলমূল-গ্রাহী-নিরুপদ্রব-ব্রাহ্মণ-প্রাণ সংহার কারিণীগণ! যাঁহাদের অন্ন সম্পত্তি ভাবিদিন স্থায়িনী নহে সেই নির্দ্দোষ নিরপরাধ ব্যক্তি-দিগকে সংহার করিতে তোদের নিষ্ঠুর হৃদয়ে কি দয়া লেশের-সঞ্চার হয় না?”—

পিতা মহাশয়ের এইরূপ তিরস্কারাত্মক বাক্যগুলি শুনিতে শুনিতে তাহারা তিন জনেই হঠাৎ এক প্রকার ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল; সেই চীৎকারে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হাহাদেবি স্ফুটতিহৃদয়ং ভ্রংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিরত জ্বাল মণ্ডর্জ্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা
বিষ্বঙ্মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি॥

উত্তরচরিতম্।

উশনাবেদ যচ্ছাস্ত্রং যচ্চবেদ বৃহস্পতিঃ।
স্বভাবে নৈবতচ্ছাস্ত্রং স্ত্রীবুদ্ধৌ সুপ্রতিষ্ঠিতং॥

হিতোপদেশঃ।

"এই ঘটনার কিছু পূর্ব্বে আমি আমার নিজ কক্ষে উপবেশন করিয়া পুস্তক পড়িতেছিলাম, এমন সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া আমাকে কহিল "দিদি ঠাকুরাণি! একটী আশ্চর্য্য কথা শুনিয়াছেন?" আমি বলিলাম কি? সে বলিল "মহারাজ দ্বীপ হইতে রমণী-ত্রয়কে আনিয়া যে বাটীতে রাখিয়াছেন তাহার সম্মুখে দুইটী মৃত ঘোড়ার মাথা ও কতকগুলি হাড় অদ্য প্রাতে দেখা গিয়াছে। এবং আপনাদের অশ্বশালারও দুইটী অশ্ব পাওয়া যাইতেছে না। আর ঐ রমণী-ত্রয় একজন

ব্রাহ্মণ কুমারকে ধরিয়া রাখিয়াছে ছাড়িয়া দিতেছে না, তাহার পিতা মহারাজের নিকট আসিয়া ক্রন্দন করিতেছে।”

পরিচারিকার এই সকল কথা শুনিতেছি ইতিমধ্যে নৃশংসিনীগণের কৃত সেই ভয়ঙ্কর চীৎকার আমার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। চীৎকার শুনিবা মাত্রেই আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুস্তক বন্ধ করিলাম, ও যে দিক হইতে সেই চীৎকার হইল সেই দিকে দৌড়িয়া গেলাম। বহির্বাটীতে গমন করিয়া দেখি, সমস্ত লোকই প্রবল ঝটিকা হত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত রহিয়াছে। পিতা মহাশয়ও ঐ দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া একেবারে শোক সাগরে নিমগ্ন হইলাম। ইহার কারণ কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। তখন সে স্থলে আর বিলম্ব না করিয়া মাতার নিকটে দৌড়িয়া আসিলাম। বাটীতে আসিয়া দেখি মাতাও ঐ দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেদিকে চাই সেই দিকেই দেখি সমস্ত লোকই ভূপতিত রহিয়াছে। কাহাকেই বা কারণ জিজ্ঞাসা করি? কেই বা আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়? ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কেবল হতচিত্তের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। রোদন করিতে করিতে আমার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, ও ক্রমশঃ হতচেতন হইয়া পড়িলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে, সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলাম, আমি ভূমে পড়িয়া আছি ও আমার ললাটদেশ দিয়া রুধির ধারা পড়িতেছে। মনে করিলাম এই

ইষ্টকের আঘাতেই এরূপ ক্ষত হইয়াছে। বস্তুতঃ সে সময়ে আমার ক্ষত জনিত যাতনা কিছুই বোধ হয় নাই। আমি গাত্রোত্থান করিয়া পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলাম।

তদবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া ক্রন্দন করিতেছি ইতিমধ্যে ঐ রমণী-ত্রয় আমার নিকটে আসিয়া এক প্রকার অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কয়েক বিন্দু জল আমার গায়ে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, " ক্রন্দন করিও না ভয় নাই।" আমি বলিলাম "ভগ্নিগণ। এই সকল ব্যাপারের কারণ কি বলিতে পার?" উহারা কহিল "আর কারণ জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই, তাহা হইলে তোমাকেও ঐ দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে।" তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, এই নৃশংসিনীগণেরই সমস্ত কার্য্য। পাপিয়সীগণ আমার গায়ে সেই জল নিক্ষেপ করিবা মাত্রেই আমার শোকাবেগ সমস্তই দূরীভূত হইল। পিতা, মাতা, ও পরিজনবর্গ সকলেই যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তন্নিমিত্ত আমার কিছুই শোক উপস্থিত হইল না। হতভাগিনীগণ আমাকে পুনর্ব্বার কহিল তোমার কিছুই ভয় নাই, তুমি অদ্যাবধি আমাদের ভগিনী হইলে।" তদবধি উহারা আমার প্রতি ভগ্নির ন্যায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

হতভাগিনীগণ এইরূপে সমস্ত নগরধ্বংশ করিয়া এরূপ মায়াজাল বিস্তার করিয়া আছে যে,এই প্রাসাদের চতুর্দ্দিকস্থ চারি ক্রোশের মধ্যে পদক্ষেপ করিলে প্রাণী মাত্রকেই এখানে আসিতে হয়। এমন কি,তিন চারি জনে একত্রে আসিলেও পরস্পর পরস্পরকে বিস্মৃত হয়। এবং যে প্রাণীই হউক না কেন, এখানে আসিলেই

এই নৃশংসিনীগণ কর্ত্তৃক গ্রাসিত হয়। মনুষ্য আসিলে কিছু কাল তাহাদের সহিত আহার বিহার করিয়া পরে তাহাদিগের প্রাণ সংহার করে। আপনারা এখানে আসিয়া যে পরস্পর বিস্মৃত ছিলেন, এই নৃশংসিনীগণের মায়াই তাহার মূল কারণ।

আমাদিগের পশ্চিমোদ্যানে যে চারিটী নরমুণ্ড দেখিয়াছেন কিছু কাল গত হইল উহারা আপনাদিগের ন্যায় বন্ধু চতুষ্টয়ে মিলিত হইয়া এখানে আসিয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্প কাল মধ্যেই এই রাক্ষসীগণের করাল কবলে পতিত হইয়াছে। হত-ভাগিনীগণ উহাদের মস্তকগুলিকে ঐ সরোবরে রাখিয়াছে এবং ইহাদেরই রাক্ষসী মায়ার প্রভাবে উহারা প্রত্যহ প্রদোষ কালে জলের উপরিভাগে ভাসমান হইয়া যথেপ্সিত কথোপকথন করে, বলিতে পারি না, কি অভিপ্রায়ে ইহারা মস্তকগুলিকে ঐরূপ ভাবে রাখিয়াছে। এক্ষণে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থানের সদুপায় না করিলে আপনাদিগকেও ঐরূপ দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে।"

রাজকুমার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রসন্ন বদনে পাণ্ডুতাবর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করিল, ওষ্ঠাধর অল্প অল্প কম্পিত হইতে লাগিল, পা আর স্থির ভাবে ভূমিতে স্থিতি করিতে সমর্থ হইল না, তিনি দণ্ডায়মান হইলেন, ও উদ্ঘাটিত বাতায়ন দিয়া একবার আকাশ মণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, নীলিম নভস্তলে অসংখ্য তারকা বেষ্টিত চন্দ্রদেব হাস্য করিতেছেন, মনে করিলেন, হায়! কলঙ্কি! তোমার একি রীতি? তুমি বিপদে শত্রু, সম্পদে

মিত্র, মিলনে সহচর, বিচ্ছেদে প্রাণ ঘাতক; ছি! তুমি পর-দুঃখে কাতর হও না, তোমার দিকে আর চাহিব না। উর্দ্ধ দেশ হইতে দৃষ্টি নামাইয়া দিগন্তে প্রসারিত করিলেন, দেখিলেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাবণ ভূরুহ শ্রেণী দীর্ঘতম আত্মা প্রদর্শনে ভীতি বিস্তার করিতেছে; নয়ন মুদিত করিলেন, এ দৃশ্য দেখিতে আর হৃদয় বাঁধিতে পারিলেন না, আজ সাহসীকস্থ হৃদয়ে স্থান পাইল না। অল্পে অল্পে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে দৃষ্টি-পাত করিলেন, দেখিলেন, এখনও সেই প্রেম প্রতিমা, স্বর্গীয় দেবীর ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতি অনিমিষ নয়নে চাহিয়া আছেন। এবার তাঁহার হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইল, তিনি কথা কহিতে সমর্থ হইলেন।

পাঠক মহাশয়! আজ হরিকুমারের হৃদয়ের ভাব অনুভব করুন। আপনারা এরূপ গভীর জন শূন্য ভীষণ রাত্রে ভীতি-শঙ্কুল স্থানে পতিত হইয়া, যখন জ্ঞানশূন্য বিকল চিত্ত হইয়া পড়েন, তখন যদি আপনাদের নয়নানন্দকারিণী হৃদয় তোষি-ণীকে সম্মুখে দেখিতে পান তা'হ'লে কি আপনাদের কালিম-গণ্ডস্থলে উজ্জ্বল রেখার আবির্ভাব হয় না? ভীতি-তরঙ্গালো-ড়িত হৃদয়ে মন্দ মন্দ হর্ষোর্ম্মির সঞ্চার হয় না? বাক্‌শূন্য শুষ্ক জিহ্বা সরস ও পরিচালিত হয় না? জানি না, আপনারা জানেন কি না। আবার হয়ত স্ত্রৈন বলিয়া হাস্য করিবেন, কিন্তু আমরা স্বচক্ষে ইহার প্রমাণ পাইতেছি, দেখিতেছি ও পাইয়াছি। না হয় আপনি একদিন পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

হরিকুমার ধীরে ধীরে বলিলেন "প্রিয়ে! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, বন্ধুগণ সহিত তোমাকে লইয়া কিরূপে নির্ব্বিঘ্নে পলাইতে পারি তাহার সদুপায় বল। আমি হত জ্ঞান হইয়াছি, কোন উপায়ই নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না"। বিজ্ঞ পণ্ডিত হরিকুমার আজ তাঁহার বুদ্ধি শক্তি পরিচালনায় অক্ষম হইয়া পড়িলেন; তাঁহার শাস্ত্র মার্জ্জিত ও কৌশল-পূর্ণ কর্ত্তব্যতা জ্ঞান স্ত্রীলোকের কাছে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। তিনি ইদানীন্তন, অন্ধকার রজনীতে বহির্দ্দেশ গমনাভিলাষী, প্রিয়তমার সুখস্পর্শ অথচ কি রূপ ভীতি হারক অঞ্চল প্রান্তধারী, বঙ্গীয় যুবকের ভাব প্রকাশ করিলেন। তিনি তাঁহার গর্ব্বেরও ওজস্বীতার পরিচয় দেখাইতে পারিলেন না; যেন তাঁহার সমস্ত শিক্ষাই নিষ্ফল রূপে প্রতিভাত হইল।

যুবতী কুমারের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিল "প্রাণেশ্বর! রজনী প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে, প্রস্থান বিষয়ক সদুপায় অবলম্বন করার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার সঙ্গে চলুন, উত্তম উপায় নির্দ্ধারন করিয়া দিতেছি"। এই বলিয়া তাঁহারা উভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উত্তরাভিমুখে চলিলেন। রাজকুমারী অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল, হরিকুমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া সম্মুখে একটী প্রবাহিনী নদী দেখিতে পাইলেন। রাজ নন্দিনী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন "ইহারই নাম

গোদাবরী নদী। ইহা বিন্ধ্যাচল হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। আর ঐ যে অর্ণবপোত দুইখানি দেখিতেছেন, উহা পিতামহাশয়েরই ছিল, এইক্ষণ ভগ্নাবস্থায় আছে। আর এই যে ক্ষুদ্র নৌকা খানি দেখিতেছেন, ইহা পিতামহাশয় আমারই নিমিত্ত প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। আমি শৈশব কালে ইহাতে আরোহণ করিয়া জলক্রীড়া করিতাম। ইহা পূর্ব্বে আমাদিগের বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সরসীতে ছিল; পরে আমি ক্ষেপণী চালনায় নিপুণ হইলে, আমার দক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখাইবার কারণ পিতা মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে ইহা এই স্রোতে আনিত হয়, এবং তদবধি ইহা এই স্থানেই আছে। যাহা হউক, এক্ষণে এই ক্ষুদ্র বহিত্র খানিই আমাদিগের প্রস্থানের একমাত্র উপায়। রজনী প্রভাত হইলে আপনি আপনার বন্ধুগণকে আহ্বান করিয়া এই নদীতে স্নান করিতে আসিবার প্রস্তাব করিবেন। যদ্যপি উহারা আসিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে আপনি কহিবেন যে, মধ্যে মধ্যে স্রোত জলে স্নান না করিলে স্বাস্থের বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, অতএব চল নিকটস্থ নদীতে স্নান করিয়া আসি। এইরূপে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া যাহাতে উহারা আসিতে সম্মত হয়, এমত করিবেন। আমিও কোন সুযোগে আপনাদের সঙ্গে আসিব। আমার নিমিত্ত আপনারা বিলম্ব করিবেন না, আমি যে কোন উপায়েই হউক, নিশ্চয়ই আসিব। এখানে আসিয়া আপনি বাহ্যিক ঔৎসুক্য সহকারে এই নৌকা

খানিতে আরোহণ করিবার প্রস্তাব করিবেন, ও আরোহণ করিবেন; আমিও আপনার প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া আরোহণ করিব? আপনার বন্ধুগণ যদি ইহাতে অস্বীকার হন, তাহা হইলে নানা প্রকার উত্তেজনা বাক্য দ্বারা আমি উহাদিগকে স্বীকার করাইব। আপনারা নৌকাতে আরোহণ করিয়া ক্ষেপণী গ্রহণ পূর্ব্বক কেবল বাহিতে থাকিবেন, আমি কর্ণধারকর্তার কার্য্য করিব, আপনাদিগকে আর কিছুই করিতে হইবে না। এক্ষণে চলুন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে গৃহে গমন করি; কিন্তু সাবধান, প্রস্থান বিষয়ক কোন কথাই প্রকাশ করিবেন না, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে"।

এই সকল কথা হরিকুমারের মনঃপুত হইল, মনে হর্ষের আবেগ উপস্থিত হইল, নিরাশ জীবনে আশার সঞ্চার হইল, আনন্দভাতে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইল; সাদরে রাজকুমারীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন "বুদ্ধিমতি! তোমার কৌশল শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, তুমিই আমাদের জীবন রক্ষা করিলে, তুমি না থাকিলে নিশ্চয়ই আমরা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতাম। প্রিয়ে! এতক্ষণ আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, দেহের বন্ধন সমুদয় যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছিল, জগৎ শূন্য ময় জ্ঞান করিতেছিলাম, দেহ অবিরত শোকানলে দগ্ধ হইতেছিল, অন্তরাত্মা শোকে অভিভূত হইয়া গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন হইতেছিল, মন ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, দুষ্ট ভাগিনীগণের দারুণ মায়াজালে মুগ্ধ হইয়া ইতি কর্ত্তব্যতা

বিবেচনা শূন্য হইয়াছিলাম। এখন চল অপেক্ষাকৃত সুস্থ চিত্তে শয়ন করিগে।" এই বলিয়া তাঁহারা উভয়ে চলিয়া গেলেন।

আজ রাজকুমারী মন্ত্রণা দিলেন, রাজকুমার আনন্দ প্রকাশ করিলেন। স্ত্রী বুদ্ধির কি অপরিসীম ক্ষমতা! দেব গুরু বৃহস্পতি ও দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য্য যে সমস্ত শাস্ত্র জানেন, স্বভাব প্রযুক্তই তাহা স্ত্রী বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংসারে এরূপ ভাবের অভাব নাই ও মায়াময়ীর কল্পনারও অপ্রতুল নাই। কখন মন্ত্রণা বলে সংসারকে উজ্জ্বল আনন্দ পূর্ণ করিতেছে, কখন বা মলীন শোক ব্যঞ্জক করিতেছে। গূঢ় ও দুর্ব্বোধ্য মায়ার কি মহিমা!!!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"অজ্ঞাত হৃদয়েষ্বেবং বৈরীভাবতি সৌহৃদম্।"

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

"বিষ বৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্।"

কুমারসম্ভবম্।

অদ্য রাজকুমারের জীবনের একটী মহৎ দিন। আজ তিনি রাজকুমারীর মন্ত্রণা-কৌশলে বন্ধুগণসহ রাক্ষসীগণের হস্ত হইতে উদ্ধার হইবেন। অদ্য রাজনন্দিনীরও জীবনের শেষ দিন বলিলে বলা যায়। আজ তিনিও একটী মহৎ কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াছেন। তিনি হয় কুমারের সাহায্যে তাঁহার চির শত্রু রাক্ষসীগণের হস্ত হইতে উদ্ধার হইবেন, না হয় তাহাদেরই হস্তে জীবন দান করিয়া চির-যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন।

নানারূপ চিন্তায় উভয়েরই নিদ্রা হইল না; পাছে রাক্ষসীগণ তাঁহাদের অভিসন্ধি জানিতে পারে, পাছে রাজকুমারীর কৌশল-জাল ছিন্ন হয়, এই সকল চিন্তায় রজনীর অবশিষ্টাংশ গত হইল। প্রাতঃকালে কুমার শয্যাত্যাগ করিয়া যথানিয়মে প্রাতঃক্রিয়াদি

সমাপনান্তে তাঁহার বন্ধুগণকে আহ্বান করিলেন। কুমারের কণ্ঠস্বর শ্রবণ মাত্র তাহারা তাঁহার নিকটে আসিল। কুমার কহিলেন "অদ্য আমাদিগের স্বদেশ গমনের কথা ছিল, কিন্তু তাহা হইল না। চতুর্দ্দিক উত্তম রূপে ভ্রমণও পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া যাওয়া হইবে না।" এই কথা বলিয়া রাজকুমারীর কথানুযায়ী নদীতে স্নান করিতে যাওয়ার প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাবে হেমচন্দ্র অস্বীকার হইয়া স্বদেশ গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কুমারের অপর বন্ধুদ্বয় সমস্ত বিষয়েই অসম্মত হইল; তাহারা কহিল "আর কোথাও গমনের প্রয়োজন নাই, আসুন আমরা এইখানেই নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করি।" এইরূপে পরস্পর কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদ করিয়া অবশেষে নদীতে স্নান করিতে যাওয়াই স্থির হইল এবং চারি জনেই নদ্যভিমুখে গমন করিলেন। কুমার সশস্ত্র সজ্জিত হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

তাঁহাদের গমনের অব্যবহিত পরেই রাজনন্দিনী পূর্ব্বোক্ত রমণী-ত্রয়ের নিকট গমন করিয়া কহিল "ভগিনীগণ! ইহারা স্নানার্থ নদীতে গমন করিয়াছে, কিন্তু অদ্য দুই তিন দিবস হইতে ইহাদের স্বদেশ গমনের ইচ্ছা সাতিশয় বলবতী হইয়াছে। কি জানি, ইহারা এই সুযোগে পলাইলেও পলাইতে পারে; অতএব আমি ইহাদের সহিত গমন করি, যদি সেরূপ কোন উদ্যোগ দেখি তাহা হইলে সেই স্থান হইতে চীৎকার করিব এবং তোমরা তথায় যাইয়া সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবে।"

এতচ্ছ্রবণে যুবতী-ত্রয় ঈষৎহাস্য করিয়া কহিল " ভগিনি! নদীতে স্নান করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে গমন কর "। রাজনন্দিনী যদিও মানবী ছিলেন তথাপি তাঁহার উপর রাক্ষসী-ত্রয়ের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ আমাদিগের অনভিমতে কোন কার্য্যই করিবে না এবং সেই বিশ্বাসপ্রযুক্তই তাহারা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল। এরূপ বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহার আর স্নান করিতে যাওয়া হইত না। যাহা হউক, তিনি দ্রুত পদে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেদিকে রাজকুমার ও তাঁহার বন্ধুগণ গমন করিয়াছেন সেইদিকেই চলিলেন, কিঞ্চিদ্দূর গমন করিতে না করিতেই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সাক্ষাৎ হইবা মাত্রই কহিলেন " আমিও আপনাদের সহিত স্নানার্থ নদীতে গমন করিব "। কুমার কহিলেন " ভালই হইয়াছে আইস "।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহারা গোদাবরীতটে উপনীত হইলেন। পূর্ব্ব কথিত ক্ষুদ্র নৌকাখানি ও অর্ণবযান দুইখানি তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল। রাজকুমার পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত অভিসন্ধি অনুরূপ নৌকারোহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে এইরূপ অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রেই ভীরু হেমচন্দ্র কহিল " বন্ধো! এই ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক সঙ্গে রহিয়াছে। স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া নৌকারোহণ করিলে আমরা নিশ্চয়ই বিপদগ্রস্ত হইব। অধিকন্তু, আমরা কেহই নৌকা চালনে নিপুণ

নহি ; নদীরও যেরূপ খরতর স্রোত দেখিতেছি, ইহাতে শিক্ষিত চালক না হইলে তরণী জলমগ্ন হইলেও হইতে পারে। অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছি ক্ষান্ত হউন।” হেম-চন্দ্রের কথা শেষ হইতে না হইতেই রাজনন্দিনী কহিল “আমি নৌকা চালনে বিলক্ষণ পটু আছি, আপনারা আরোহণ করিয়া ক্ষেপণী নিক্ষেপ করিতে থাকুন, আমি আপনাদিগের ইঙ্গিত দিকেই নৌকার গতি রাখিব।” কুমারের বন্ধুত্রয় রাজনন্দিনীর এই কথা হের জ্ঞান করিয়া হাস্য করিল বটে, কিন্তু অবশেষে তাঁহারই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সকলকেই নৌকারোহণ করিতে হইল। রাজনন্দিনী নৌকার পশ্চাদ্ভাগে উপবেশন পূর্ব্বক কর্ণধারণ করিয়া চালকের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কুমার ও তাঁহার বন্ধুত্রয় পরস্পর এক একখানি ক্ষেপণী গ্রহণ পূর্ব্বক বাহিতে আরম্ভ করিলেন। রাজনন্দিনী ইতি পূর্ব্বে শুনি-ছিলেন যে, এই নদী ভারত সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে, এবং রাজ কুমারের নিকটও অবগত হইয়াছেন যে,ভাগিরথীতীরস্থ পাটলি পুত্রনগর তাঁহাদিগের রাজধানী,এবং ঐ ভাগিরথীও ভারতসমুদ্রে পতিত হইয়াছে ; সুতরাং তিনি ভারত সমুদ্র দিয়া গঙ্গা নদীতে প্রবেশ পূর্ব্বক এককালে পাটলিপুত্র নগরে উপস্থিত হইবার মানসে ভারত সমুদ্রদিকেই নৌকার গতি চালাইলেন। কুমার ও তাঁহার বন্ধুগণ, পরস্পরের নিপুণতা প্রদর্শন জন্য সকলেই পুনঃ পুনঃ সবলে ক্ষেপণী নিক্ষেপ ও উত্তোলন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে রাজকুমার তাঁহার বন্ধুগণকে কহিতে লাগিলেন

"আমি তোমাদের অপেক্ষা উত্তম বাহিতে পারি।" তাহারাও কহিতে লাগিল "আমাদিগের ক্ষেপণী আপনার অপেক্ষা দ্রুত পতিত ও উত্তোলিত হইতেছে।" এইরূপ কথোপকথনে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহারা, কতদূর আসিয়াছেন ও কোথায় যাইতেছেন, এরূপ চিন্তাকে ক্ষণকালের নিমিত্ত ও মনোমধ্যে স্থান দিলেন না। নৌকা কার্ম্মুকোন্মুক্ত শরের ন্যায় বেগে ধাবিত হইল; তাঁহারা অনতি বিলম্বেই ভারত সমুদ্রে পতিত হইলেন।

এদিকে রাক্ষসীগণ মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। ক্রমে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া অপরাহ্ন উপস্থিত হইল, তপনদেব তাঁহার প্রখর কিরণজাল সংবরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কেবল অত্যুচ্চতম পাদপ ও প্রাসাদ সমূহের শিরোভাগে সূর্য্যরশ্মি দেখা যাইতে লাগিল। পক্ষীগণ আহারান্বেষণে ক্লান্ত হইয়া স্ব স্ব কুলায়াভিমুখে গমন করিতে লাগিল। এখন পর্য্যন্তও তাহারা প্রত্যাগমন করিল না দেখিয়া রাক্ষসীগণ ক্রমশঃ ব্যগ্র হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন প্রাসাদের উচ্চতম ছাদোপরি আরোহণ করিয়া, রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিল। দেখিল, যে নদীতে তাহারা স্নানার্থ গমন করিয়াছে তথায় জনপ্রাণীও নাই, গমনাগমনের পথেও নাই। তখন সাতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে আরও অধিকদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিল, ক্রমে সমুদ্রদিকে নয়ন পতিত হইল। দেখিল, তাহারা পাঁচ জনেই একখানি ক্ষুদ্র পোত আরোহণ করিয়া অতি দ্রুতবেগে উত্তরাভিমুখে

গমন করিতেছে। তদ্দর্শনে তাহাদের পলায়ন স্থির করিয়া, তাহার সঙ্গিনীদ্বয়কে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে লাগিল। প্রথমোক্তার কথানুসারে তাহারা দুই জনে দেখিল যে, যথার্থই তাঁহারা পলায়ন করিতেছে; তখন এককালে হতাশ হইয়া তিন জনেই সমুদ্র-তীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল, এবং নিজ নিজ রাক্ষসী মায়ার প্রভাবে নিমিষ মধ্যেই সমুদ্রতীরে উপনীত হইল। তথায় উপনীত হইয়া মানবী-বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর রাক্ষসী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অতি চীৎকার স্বরে রাজনন্দিনীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "রে বিশ্বাসঘাতিনি ভগিনি! তুই আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া একাকিনীই চারি জনকে উদরসাৎ করিতে অভিলাষ করিয়াছিস? কি বলিব আমাদিগের ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়া জল-জ্ঞানে গমন করিতেছিস্, নতুবা এই দণ্ডেই ইহার প্রতিফল দিতাম। যাহা হউক, তোর অভিলাষ কোন মতে যেন পূর্ণ না হয়"।

রাক্ষসীগণের এই ভয়ঙ্কর শব্দ নৌকাস্থ পাঁচ জনেরই শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইল। কুমারের বন্ধুত্রয় তাহাদিগের এই অলৌকিক কথা শ্রবণ করিয়া এককালে ভয়ে অভিভূত হইল। অধিকন্তু, নৌকাস্থ রমণী রাক্ষসী সে বিষয়ে নিশ্চয়তা আরও ভয়োদ্রেকের প্রধান কারণ হইল।

রাজকুমার এই ভীষণ ব্যাপার অবলোকন করিয়া ঈষৎ কম্পিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে অণুমাত্রও বিস্ময়োদ্রেক

হয় নাই ; কারণ উহারা রাক্ষসী ইহা তিনি ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বন্ধুগণকে ভীত ও পুত্তলিকার ন্যায় স্পন্দহীন দেখিয়া কহিলেন " দেখিলে, যুবতী ভ্রমে তোমরা কি প্রকার নৃশংসিনীগণের নিকট এতাবৎকাল যাপন করিয়াছ ? এই নিমিত্তই আমি তোমাদিগকে নদী স্নানের জন্য তত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলাম, এই নিমিত্তই তোমা-দিগকে নৌকারোহণ করিতে তত যত্ন করিয়াছিলাম। (রাজ-নন্দিনীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) যদ্যপি ইনিও মানবী না হইয়া রাক্ষসী হইতেন তাহা হইলে আমরা কোন মতেই ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতাম না ইঁহারই মন্ত্রণানুসারে তোমা দিগকে এ স্থানে স্নান করিতে আনিয়াছি, ও কৌশলে নৌকা-রোহণ করাইয়াছি। উহারা রাক্ষসী, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলাম, পাছে তোমরা উহা প্রকাশ করিয়া সর্ব্ব-নাশ উপস্থিতকর এই ভয়েই এতাবৎকাল তোমাদিগের নিকট প্রকাশ করি নাই, বরং প্রস্থানোপায়ান্বেষণে রত ছিলাম। সেই পশ্চিমোদ্যানে ভ্রমণ করিতে যাওয়াই আমাদিগের জীবনরক্ষার প্রধান কারণ। বোধ হয় এই নিমিত্তই উহারা আমাদিগকে তথায় যাইতে নিষেধ করিয়াছিল "। এই বলিয়া কুমার পশ্চিমোদ্যানস্থ সরোবরের চত্বালোপরি সুপ্তোত্থিত হইয়া যাহা যাহা অবলোকন করিয়াছিলেন, ও রাজনন্দিনীর মুখে তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত, ছদ্মবেশা রাক্ষসীগণের দ্বীপ হইতে আনয়ন, তাঁহার পিতৃ রাজ্য ধ্বংশ ও কেবল মাত্র তিনিই একাকিনী জীবিতা

থাকা ইত্যাদি যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন তৎ সমুদয় আদ্যো-পান্ত তাঁহার বন্ধুগণের নিকট বিবৃত করিলেন।

তাহারা রাজকুমারের মুখে এই সকল বিস্ময় সূচক ঘটনার কথা শ্রবণ করিল বটে, কিন্তু রাক্ষসীগণ—কৃত ভীষণ চীৎকার শব্দে তাহাদিগের মনে রাজনন্দিনী বিষয়ে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এ কখনই মানবী নহে, নিশ্চয়ই রাক্ষসী। একাকিনী অভিলাষ পূর্ণকরণ মানসেই আমাদিগকে প্রস্থান চ্ছলে তথা হইতে বাহির করিয়াছে। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা নিস্তব্ধভাবে ও একাগ্রচিত্তে রাজনন্দিনীর দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এমন কি, তাহা-দিগের মনে সমস্ত স্ত্রীজাতির উপরই অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

এইরূপে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কুমারের বন্ধুগণের মধ্যে একজন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ কহিল "ওঃ— স্ত্রীজাতির ন্যায় অবিশ্বাসিনী আর নাই। আমরা বিশ্বস্তচিত্তে ইহাদের নিকট এত দিন কালাতিপাত করিয়াছি, আমাদিগের মনে অনুমাত্রও কপটতা বা সন্দেহ ছিল না; কিন্তু ইহাদিগের মনে কি নিদারুণ দুরভিসন্ধিই জাগরূক ছিল!" তচ্ছ্রবণে রাজকুমার কহিলেন "রাক্ষসীগণের নৃশংসতা হেতু সমস্ত স্ত্রী-জাতির উপর দোষারোপ করা যুক্তি যুক্ত নহে। দেখ, যে স্ত্রীজাতি আমাদিগকে ধ্বংশ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, আবার সেই স্ত্রীজাতি হইতেই আমাদিগের রক্ষা পাইবার উপায়ও উদ্ভাবন হইল।" কুমারের কথা শেষ হইতে না হইতেই

হেমচন্দ্র কহিল "সখে! এরূপ বিশ্বাসকে ক্ষণ কালের নিমিত্তও মনোমধ্যে স্থান দিবেন না; আমাদিগের জীবন এখনও নিরাপদ হয় নাই। যদিও তিনটী রাক্ষসীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছি বটে, কিন্তু এই একটীর হস্তেই আমাদিগকে ধ্বংশ হইতে হইবে। এ কখনই মানবী নহে, ইহার কথিত নিজ বৃত্তান্ত সমস্তই অলীক। যদি জীবনের আশা থাকে তবে অবিলম্বেই ইহাকে সমুদ্র গর্ব্ভে নিক্ষেপ করুন।" কুমার কহিলেন "বন্ধো! রাক্ষসীগণকৃত ভয় প্রদর্শক অলীক চীৎকারে বিশ্বাস করিয়া, দোষ শূন্যা রাজনন্দিনীর উপর দোষারোপ করা বিধেয় নহে। যদিও ইহার নিজ কথিত কথাগুলি মিথ্যা জ্ঞান করা যায়, তথাপি সেই পশ্চিমোদ্যানের সরোবরস্থ মুণ্ড চতুষ্টয়ের নিকট আমি শুনিয়াছি যে, অট্টালিকাস্থ চারিটী রমণীর মধ্যে তিনটী রাক্ষসী ও একটী মানবী, যে মানবী তাহার কপালে একটী অর্দ্ধ চন্দ্রাকার রেখা আছে। অতএব সেই মুণ্ড চতুষ্টয়ের কথাই ইঁহাকে মানবী বলিয়া প্রতীতি জন্মাইয়া দিতেছে। অজ্ঞাতান্তঃকরণে প্রণয় বৈরভাব ধারণ করে বটে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখ অদ্যাপিও রাজনন্দিনীর কপালে সেই চিহ্ন রহিয়াছে। বিশেষতঃ যখন আমি ইহার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি যে, আমাদের প্রাণ রক্ষা হইলে তোমারও প্রাণ রক্ষা করিব, তখন রাক্ষসী হইলেও, ইহাকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম নহি। স্বীয় পরিবর্দ্ধিত বিষ বৃক্ষকেও কেহ স্বয়ং ছেদন করিতে পারে না।"

কুমারের বন্ধুগণের ঘৃণিত কথাগুলি শ্রবণ করিয়া, রাজ-

নন্দিনী আত্ম রক্ষা বিষয়ে হতাশ হইয়া, এতক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে কুমারের অভিপ্রায় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহার এই প্রতিবাদ কথাগুলি শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল, আনন্দে কলেবর রোমাঞ্চিত হইল, নয়নদ্বয় দিয়া দুই একবিন্দু আনন্দাশ্রু নির্গত হইল, ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিকম্পিত হইল এবং মনে মনে কুমারকে একটী প্রণাম করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীণামশিক্ষিত পটুত্ব ম মানুষীণং
সংদৃশ্যতেকিমুত যাঃ পরিবোধবত্যঃ।
প্রাগন্তরীক্ষগমনাৎ সমপত্য যাত—
মন্যদ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ কিলপোষয়ন্তি॥

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।

এতৎ কিমাপতিতি সম্প্রতি নিপ্রভীপং
কাসিপ্রিয়ে ক্বচগতাসি কথংমৃতাসি।
স্বপ্নেহপি নাচরিতমণ্বপি বিপ্রিয়ংতে
কস্মাৎ স্বভক্ত মনুরক্তজনং জহাসি॥

দক্ষযজ্ঞম্।

হেমচন্দ্র, কুমারের কথাগুলি শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, স্ত্রী জাতির উপর ইঁহার বিদ্বেষ না জন্মিলে কখনই ইহাকে ত্যাগ করিবেন না এবং যে উপায়েই হউক এই ছদ্ম বেশা নিশাচরীর হস্ত হইতেও মুক্ত হইতে হইবে, অতএব যাহাতে সমস্ত স্ত্রী জাতি মাত্রেরই উপর কুমারের ঘৃণা জন্মে এরূপ করিতে হইবে। মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া

তিনি পুনর্ব্বার কুমারকে বলিতে লাগিলেন " বন্ধো! আপনার কথাতেও যদ্যপি ইহাকে মানবী বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলেও স্ত্রীজাতির ন্যায় অবিশ্বাসিনী আর নাই। জগতে যত অনিষ্টকর ঘটনা সম্পাদিত হয়, স্ত্রীলোকই তাহার প্রধান কারণ। অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথ জীবন থাকিতেও যে অকালে কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছিলেন, লঙ্কাধিপতি নিশাচর রাজ দশাস্য যে সবংশে নিধন হইয়াছিলেন এবং সুবিস্তৃত ট্রয় রাজ্য যে সমূলে ধ্বংস হইয়াছিল, স্ত্রীলোকই সেই সকল অনিষ্টের মূল। অতএব সখে! যখন সকল অনিষ্টেরই মূল স্ত্রীলোক, তখন সেই স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকা কোন মতে, শ্রেয়র নহে; ইহাকে হয় সমুদ্র বক্ষে নিক্ষেপ করুন, না হয় অসি দ্বারাই ইহার জীবন শেষ করুন। স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিলে নানা রূপ বিপৎপাতের সম্ভাবনা, তজ্জন্যই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া পথ চলেন না। বিশেষতঃ রমণীগণের মুখ মধুর ও অমৃতময় বটে, কিন্তু উহাদিগের অন্তর হলাহল পূর্ণ। যে দূরদর্শী ব্যক্তি আকাশে বিদ্যুল্লতার ভুবন মোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া অশনিসম্পাত শ্রবণ করিতে হইবে বিবেচনায় প্রতীক্ষা করেন, যিনি সমুদ্রে অমৃত উত্থিত হইল দেখিয়া অনতিবিলম্বেই গরল উঠিবে বুঝিতে পারেন; সংসারে যে বস্তু যত সুখকর সে বস্তু তত দুঃখ উৎপাদন করে এ কথা যাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়; এই পৃথিবীতে স্ত্রী জাতি যে মধুর বিষ, কেবল তিনিই বুঝিতে সমর্থ হইবেন। উহারা দুঃখে দুঃখ,

বিশ্রামে উপদ্রব, শান্তিতে চিন্তা, এবং বিদেশ গমনের শত্রু স্বরূপ। কাহার জন্য আত্মহত্যা, নরহত্যা প্রভৃতি ভয়ানক কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হয়? কাহার জন্য জীবনে হতাদর জন্মিয়া সংসারে উদাসীন হইতে হয়? জানি না, লোকে কেন স্ত্রীজাতি বিহীন গৃহ, শূন্য বলিয়া থাকেন; এবং ইহাদিগকে গৃহের শোভা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। সংসারে যত অনিষ্টের মূল স্ত্রীজাতি সহবাস। কত লোক তাহাদের জন্যই কত কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন, উদয়াস্ত পর্য্যন্ত ললাটস্থিত ঘর্ম্মবিন্দুকে পদে আনাই।—তাহাদের জন্য, তাহাদের সুখী করিবার জন্য, তাহাদের রক্তাভ ওষ্ঠাধরে মন্দ মন্দ হাস্য দেখিবার জন্য মধুরপ্রিয় সম্বোধন শুনিবার জন্য—পরিশ্রম করিয়া দেহ প্রাণকে খিন্ন করিয়া ফেলে, কিন্তু কৈ? তাহাতেও তো তাহাদের মন পায় না। ইহাতেও মানুষ বুঝে না, শিখে না, যেন স্ত্রীলোক নহিলে চলে না, কেন? যাহা আপাত মধুর পরিণামে তাহা বিরস এটী কেন ভাবে না? আপাত মধুরে কাজ কি? ও সুকুমার রমণীয় কলেবরে নয়ন তৃপ্তিকর সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাই কি মন ভুলিয়া যায়? সংসারে যত প্রতারণা, ছলনা, কপটতা ও আশাভঙ্গ তাহা যে স্ত্রীজাতির দ্বারাই হইয়া থাকে তাহা কি ভুলিয়া যায়? উহারা চাতুরি শিক্ষা না করিয়াও যে, পুরুষ অপেক্ষা অধিক চাতুর্য্যে নিপুণ, এটা কি স্মরণ থাকে না? স্বীয় অপত্যগণকে বায়সদ্বারা লালনকারিণী পিকবধূর চাতুরী কি দেখিয়াও দেখেনা? উহাদের কমনীয় ভাবে ভুলা করিতে নাই, মৃদুস্বরে কাণ ঢালিতে নাই·

নাহিক প্রেম পূর্ণ চঞ্চল দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিতে নাই, কল্পিত শীতলদেহস্পর্শ স্পর্শ করিতে নাই; উহাদের বাতাসও অনিষ্টকর ও অস্বাস্থ্যকর। অদ্য আমরাই এই সকলের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছি। দেখ দেখি কুহকিণী স্ত্রীজাতির মায়াবলে আমরা কি হইয়াছি! যত দিন বাঁচিব স্ত্রীলোকের মুখ আর দেখিব না, প্রাণ কষ্টে পড়িবে, কিন্তু এরূপ পড়িবে না। যদি সুখ পাইতে চাও, পিশাচিণী কুহকিণীর মায়াজাল ছিন্ন কর। যদি জীবনে মমতা থাকে, কমনীয়তার প্রতি দৃষ্টি করিও না। উহাদের হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা, সারল্য, প্রভৃতি গুণ নিচয়ে উহাদের সহবাস যেমন সুখকর, তেমনই আবার উহাদিগকে লইয়া বিদেশ গমন চিন্তাজনক ও কষ্টপ্রদ। বিশেষতঃ জল পথে গমন এতদূর ক্লেশজনক যে, দীর্ঘ যাত্রা হইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও যথাসাধ্য সাবধান হইয়া চলিতে হয়, অন্যথা নিশ্চয় বিপদ। অতএব সখে! অবিলম্বেই ইহাকে ত্যাগ কর, মায়াবিনীর চাতুর্য্যে ভুলিও না।"

রাজনন্দিনী, হেমচন্দ্রের এই সকল উপদেশ পূর্ণ বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার আত্ম রক্ষা বিষয়ে হতাশ হইয়া পড়িলেন। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বিধাতা আমাকে কি হতভাগিণীই করিয়াছেন? অমৃতময় ফল লালসায় বীজ বপন করিয়া পয়ঃসিঞ্চন করিলাম, কিন্তু আমার ভাগ্যক্রমে তাহাতে বিষময় ফল ধারণ করিল। হায়! নৃশংসিনীদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অবশেষে নরচর্ম্মাবৃত নৃশংসগণের নিকট

হত হইতে হইল! তবে মনে এই মাত্র ভরসা আছে যে, রাজ-
কুমার আমাকে রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

মনুষ্যের মনের ন্যায় শীঘ্র দ্রব হইয়া যায়, এমন বস্তু পৃথি-
বীতে আর নাই। তুমি ধনী ব্যক্তির তোষামোদকারী হইয়া
"জল কি উঁচু?" ইত্যাদি তাঁহারই প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহার
প্রশংসাবাদ করিতে থাক, স্বার্থ লাভ করিবে। একজন
বীর, মদোদ্ধত যুবাকে কটুবাক্য প্রয়োগ কর, বিজাতীয়
রাগের সঞ্চার দেখিতে পাইবে। সুন্দরী, তোমার মনোহারিণী
রমণীর নিকট নিয়ত প্রেম প্রার্থনা কর, অবশ্যই লাভ করিবে।
কোন ব্যক্তির নিকট কাতর স্বরে যাচ্ঞা কর, অবশ্যই তাঁহার
মন তোমার দুঃখে গলিয়া যাইবে। বারংবার একটা কুৎসিত
দ্রব্যকে সুরূপ বলিয়া বর্ণনা কর, তুমি তাহাতেই সৌন্দর্য্য
দেখিবে; সুন্দরকে কুৎসিত বলিলে তাহাতে কদর্য্যতা দেখিবে;
মনের স্বাভাবিক দৃষ্টিই এইরূপ, মন স্বভাবতই পর দৃষ্ট্যানু-
সারী; সাধারণে যাহা দেখিয়া ঠিক করে, অনেক সময়ে তাহাই
ঠিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে; বিশেষতঃ হৃদয়ের হৃদয়ের
কথা, উপদেশ যত শীঘ্র হৃদয়ে প্রবেশ করে এমন আর কাহারও
নয়। অদ্য রাজকুমারের হৃদয়ে তাঁহার বন্ধুগণের উপদেশ
ভাল রূপে অঙ্কিত হইল, তিনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভুলিলেন,
স্ত্রীজাতির প্রতি, মায়া মমতা ভুলিলেন, তাহাদের উপর দারুণ
বিদ্বেষ জন্মিল, তিনি যেন সহসা অধীর হইয়া পড়িলেন, বুক
যেন মথিত হইয়া উঠিল। রাজনন্দিনীর সরল চঞ্চল দৃষ্টি;

প্রেম ময় মধু মাখা কথা, পূর্ণচন্দ্র তুল্য সৌন্দর্য্যপূর্ণ কমনীয় বদন, বিমল হৃদয় নিন্দকর হাস্য, হাব ভাব, প্রণয়, সমস্তই ভুলিতে চেষ্টা করিলেন, হৃদয় বাঁধিতে লাগিলেন। একবার রাজ কুমারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন দীন দৃষ্টি অতি কাতর ভাবে যেন তাঁহারই দয়া প্রত্যাশা করিতেছে। তিনি বিকল চিত্ত হইলেন, জ্ঞান শূন্য হইয়া কি করিবেন সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার বন্ধুরা বলিয়া উঠিল "আর কেন? কণ্টক উদ্ধার করিতে বিলম্ব কেন? এখনও অসি কারস্থ?" রাজকুমার জ্ঞান শূন্য উন্মাদের ন্যায় কোষে হস্ত দিলেন, বিকল চিত্তে কম্পিত হস্তে তরবারি টানিলেন। রাজকুমারী আর স্থির হইতে পারিলেন না, কম্পিত হইতে লাগিলেন, বেগে রাজকুমারের শরীর বেষ্টন করিলেন। বন্ধুরা "রাক্ষসী গ্রাস করিল!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কুমার ক্ষিপ্র হস্তে, কম্পিত কলেবরে, অসি উত্তোলন করিলেন, তরবারি মধ্যাহ্ন সূর্য্য কিরণে জ্বলিয়া উঠিল, তেজোময় হইল, এবং অবিলম্বেই সেই শাণিত তেজঃপুঞ্জ প্রায় তরবারি রাজনন্দিনীর সুকুমার শতদল প্রায় গলদেশে পতিত হইল! কোমল শরীর দারুণ আঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। পেশল কোমল ব্রততী আজ নবাবস্থাতেই বন্য পশু মর্দ্দনে ছিন্ন হইয়া শুষ্ক হইল; কোমল অর্দ্ধবিকসিত কমল, দুরন্ত মত্ত মাতঙ্গের পদাস্ফালনে দলিত হইল, সন্ধ্যাকাশে সুন্দর তারা উঠিয়াই খসিয়া পড়িল, গোলাপ অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত হইয়াই শুকাইয়া

গেল; তমোহা প্রদীপ জ্বলিয়াই আজ নিবিয়া গেল। প্রণ-য়ের কি আশ্চর্য্য বন্ধন! দৈবের কি লীলা!! পাপের কি সদ্য প্রায়শ্চিত্ত!!! রাজকুমারীর দেহ আর কুমারের দেহ হইতে বিমুক্ত হইল না, যেরূপ ভাবে বেষ্টন করিয়াছিল, সেইরূপ ভাবেই রহিয়া গেল। দেখিয়া বোধ হইল যেন রাজনন্দিনী কুমারকে এ জন্মের মত শেষ আলিঙ্গন করিয়াছেন। কুমা-রও সংজ্ঞা বিহীন হইয়া নৌকার উপর পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে হেমচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার বন্ধুগণ কেহ তাঁহার মুখে জল দিতে লাগিল, কেহবা নিজ উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিল! কিছুক্ষণ এই রূপ করিবার পর কুমার অপেক্ষাকৃত সংজ্ঞা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু রাজনন্দিনীর মৃতদেহ কোন মতেই তাঁহার দেহ হইতে পৃথক্ হইল না। কুমার রাজনন্দিনীর সেই মস্তকশূন্য দেহের সহিত দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া দর দর অশ্রু ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ কহিলেন " রাজনন্দিনী কোথায়?" কেহই উত্তর দিল না; পুনর্ব্বার কহিলেন " রাজ-নন্দিনী কোথায়?" তখন হেমচন্দ্র কহিল " এই মাত্র আপনি বিনষ্ট করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন " রাজনন্দিনী কোথায়?" হেমচন্দ্রের কথা শ্রবণ মাত্র কুমার অপেক্ষাকৃত দ্বিগুনতর শোকের সহিত কহিলেন " হায়! আমি কি করি-লাম? প্রিয়ে! তুমি কোথায়? আমিও তোমার সহিত চলি-

লাম" এই বলিয়া তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিবার উপক্রম করিলেন তদ্দর্শনে তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে সবলে ধারণ পূর্ব্বক, নৌকা তীরের নিকটবর্ত্তি করিয়া রাজকুমারের সহিত সকলে তীরে অবতরণ করিল।

তীরে অবতরণ করিয়া কেবল "রাজনন্দিনী কোথায়? রাজনন্দিনী কোথায়?" এই কথা ব্যতীত কুমারের আর কোন কথাই রহিল না। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা বিফল হইল। তাঁহার নয়নদ্বয় যেদিকে চলিল তিনিও সেই পথের অনুগামী হইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার সহিত বনে বনে দুই তিন দিবস ভ্রমণ করিয়া ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অতিশয় ক্লিষ্ট হইতে লাগিল। দিবসে বিশ্রাম নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই, কেবল তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কুমারকে ডাকিলে শুনেন না, ধরিয়া গমন হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিলে খেদ সূচক দারুণ চীৎকার করেন, অগত্যা ছাড়িয়া দিতে হয়। ক্রমে তাহাদের শরীর ক্ষীণ, ও তাহারা গমনাশক্ত হইতে লাগিল। তখন তাহাদের মধ্যে একজন হেমচন্দ্রকে কহিল "সখে হেমচন্দ্র! এরূপ নিরাহারে অবিশ্রান্ত পথ ভ্রমণের ক্লেশ আরতো সহ্য হয় না। রাজকুমারকেও যেরূপ উন্মাদগ্রস্ত দেখিতেছি, তাহাতে ইহাঁকে স্বদেশে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাওয়াও বিফল। এক্ষণে আমাদিগকে কি ইহাঁরই অদৃষ্টের ফল ভোগ করিতে হইবে? না ইহাঁকে নিজ অদৃষ্টের ফল

ভোগ করিতে রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের উপায়োদ্ভাবনে রত হইব ?”

হেমচন্দ্র তাহার বন্ধুর এই কথাগুলি শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, কহিলেন “ বন্ধো! প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বন্ধু হরিকুমারকে, কিরূপে এই বিজন বনে পরিত্যাগ করিয়া যাইব? তাহা হইলে নিতান্তই নৃশংসের ন্যায় কার্য্য করা হয়। আমাদের কথাতেই তিনি উত্তেজিত হইয়া সেই ছদ্মবেশা রমণীর শিরশ্ছেদন করিয়াছেন, এবং তাহাই তাঁহার চিত্ত বিকৃতির এক মাত্র কারণ, বিশেষতঃ দেশে প্রতিগমন করিলে যখন মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিবেন “ আমার হরিকুমার কোথায় ?” তখন তাঁহাকে কি বলিয়া শান্তনা করিব? ইনি যে তাঁহার একমাত্র সন্তান। অতএব, সখে! শুভই হউক আর অশুভই হউক একজনের অদৃষ্টে যাহা ঘটিবে সকলেই অম্লান বদনে তাহা সহ্য করিব।” তাহারা হেমচন্দ্রের এই সকল কথা অত্যন্ত বিরক্তকর বোধ করিল। কহিল “ তুমি তোমার হরিকুমারকে লইয়া থাক, আমরা চলিলাম।” এই বলিয়া তাহারা রাজকুমার ও হেমচন্দ্র উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র মহা বিপদে পড়িলেন। রাজকুমারকে পরিত্যাগ করিয়াও যাইতে পারেন না, কিন্তু আবার তাঁহার বন্ধুদ্বয় গমন করিলে,তাঁহার নিজের স্বদেশ গমনের আশা এককালেই তিরোহিত হয়। তখন অগত্যা তাঁহাকে তাঁহার বন্ধুদ্বয়ের পরামর্শই

গ্রহণ করিতে হইল। ও তিন জনেই কুমারকে তাঁহার নিজ অদৃষ্টের ফল ভোগ করিতে রাখিয়া নরচর্ম্মাবৃত পাষণ্ড শার্দ্দূলের সদৃশ আকৃতিতে প্রস্থানের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কুমার সেই মত দেহভার সহ, "রাজনন্দিনী কোথায় ?" "রাজনন্দিনী কোথায় ?" বলিতে বলিতে বন মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হতভাগ্য পাষণ্ড বন্ধুগণ তাঁহাকে এই উন্মাদাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

অজ্ঞানন্দাহার্ত্তিং বিশতি শলভো দীপদহনং
নমীনোঽপিজ্ঞাত্বা বৃতবড়িশ মশ্নাতি পিশিতম্।
বিজানন্তোঽপ্যেতান্ বয়মিহবিপজ্জালজটিলান্
নমুঞ্চামঃ কামানহহ! গহনোমোহমহিমা॥

শান্তিশতকম্।

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই সময় তিন জন যুবক মলিন বদনে সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইল। দেখিল, তাহাদের পরিত্যক্ত নৌকাখানি তীরের নিকটই রহিয়াছে। তিন জনেই নৌকা খানিতে আরোহণ করিয়া বাহিতে আরম্ভ করিলেন। আরোহীগণ কোথায় যাইতেছেন, ও কোন্ দিকে যাইবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, কেবল বাহিতে লাগিলেন। নৌকা তীরের ধারে ধারে চলিল। ক্রমে রাত্রি আসিল। অন্ধকার আসিয়া সমুদ্র বক্ষ আরও নীলিম করিতে লাগিল। দূরবর্ত্তী তীরস্থ তরুগুলি অন্ধকারে মিশিয়া আঁধারময়

হইয়া গেল। তরঙ্গগুলি ইতিপূর্ব্বে সূর্য্য কিরণে রঞ্জিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে, এ উহার গায়ে পড়িতে পড়িতে, কতই আনন্দ করিতেছিল। ক্রমে সুখ ফুরাইল দেখিয়া মনের দুঃখেই যেন বদন ঢাকিয়া লঘুপদে চলিতে লাগিল। উর্ম্মিগুলি যেন এক্ষণে পবন হিল্লোলে বিরক্ত হইয়াই তরণীতলে লুকাইতে যাইয়া নৌকা খানিকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। নৌকাখানি যথা সাধ্য ঢেউকে ঢাকিয়া, "পরোপকারায় সতাং জীবনম্" বুঝিয়া, বিপদ স্বীকার করিয়াও উঠিয়া পড়িয়া চলিতে লাগিল। শত শত হীরক খণ্ডোপম উজ্জ্বল নক্ষত্রমালায় গগণমণ্ডল ঢাকিয়া ফেলিল। মস্তোকোপরি চতুর্দ্দিক নক্ষত্র ভূষিত হইল। কি সুন্দর দৃশ্য! আর কিছুই নাই কেবল দিগন্ত বিস্তৃত সুনীল পটপ্রতীম গগণমণ্ডলে শত শত তারকা জ্বলিতে লাগিল। এ দৃশ্য দেখিলে কার না হৃদয় ভুলিয়া যায়, সংসারে বৈরাগ্য জন্মে, মন উন্মত্ত হইয়া উঠে; কে না আপন হারা হইয়া বলিয়া উঠে প্রকৃতি দেবি! তোমার ভাণ্ডার কি রত্নপূর্ণ! কি উজ্জ্বল! কি শোভাময়! কি মনোহর! আহা! এ যে, না দেখিল সে সংসারে জন্মিয়া বৃথা দৃশ্যে চক্ষু পরিতৃপ্ত করিয়া, জন্ম বৃথা করিল; চক্ষুর ব্যবহার জানিল না।

অদ্য চতুর্থী তিথি। ক্রমে চন্দ্রদেব হাসিতেহাসিতে পূর্ব্বাশার প্রকাশ হইলেন। তাঁহার সোহাগে তারাগুলি আরো গর্ব্ব পাইয়া মনের সাধে চন্দ্রকিরণে মাতিতে মাতিতে স্থির নিস্তব্ধ প্রশান্ত কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। চন্দ্র উঠিতে দেখিয়া সাগরের আর

আমোদের পরিসীমা রহিল না, তরঙ্গ বাহু বাড়াইয়া দিল। চন্দ্রও সহৃদয় সুহৃদকে আলিঙ্গন করিতে ময়ূখকর জলধি গাত্রে ছড়াইয়া দিল। উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে মিশিয়া গা ঢালিয়া দিয়া, কত প্রণয়সূচক সম্ভাষণ করিতে করিতে আমোদে চলিতে লাগিল। জগৎ হাসিয়া উঠিল। দূরে বৃক্ষাবলি নিস্তব্ধ, গোপনে মুখ ঢাকিয়া হাসিল। পাখীরা নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া উচ্চ হাস্য করিল। পবন মত্ত হইয়া মনের সুখে মন্দ মন্দ হাসিল। নবীন প্রণয়ী প্রণয়িণী গাত্রে গাত্রে মিলিয়া চুপে চুপে হৃদয়ে মধুর হাস্য করিল। আর আমাদের তরণী-বক্ষ-বাসী বন্ধুরা মনের আহ্লাদে, মত্ততায়, গৌরবে হাসিয়া উঠিল।

নৌকাখানি বিমল চন্দ্রকিরণে সমুদ্রবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে গমন করিতে লাগিল। নৌকাস্থ একজন আরোহী বলিয়া উঠিল "ভাই হেমচন্দ্র! হরিকুমারই যত আপদ ও অনিষ্টের মূল। ঐ ছোঁড়ার পরামর্শেই তো আমরা যেই সমস্ত সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া বহির হইয়াছিলাম। লোকে বলে "সুখে থাকতে ভূতে পায়।" তেমনি ছোঁড়া আপন কার্য্যের প্রতিফল পাইয়াছে।" এই কথা বলিতে বলিতে আরোহীগণ সম্মুখে একটী নদীর মোহানা দেখিতে পাইল। বোধ হইল যেন নদীটী পূর্ব্ব পরিচিত। নৌকা খানি নদীর ভিতরে প্রবেশ করাইল। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে সম্মুখে দুখানি অর্ণবযান দেখিতে পাইয়া আরোহীগণ বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের পূর্ব্ব পরিচিত স্থানে আসিয়াছেন।

রাক্ষসীগণের ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার কি প্রভাব! তাহাদের মায়ার কি মহিমা! এই মায়ার প্রভাবে আমাদিগের হতভাগ্য আরোহীগণ একবার কত কষ্ট পাইয়াছে। আবার তাহারা সেই মায়ার প্রভাবে পতিত হইল। পূর্ব্বের মত সমস্ত ভূলিয়া গেল, কেবল সেই প্রেমময় সুহাসিনী রমণীদের বাক্য ও হাব ভাব স্মরণপথে উদিত হইতে লাগিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। তখন তাহারা, রাক্ষসী মায়ার প্রভাবে অধৈর্য্য হইয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিল, ও দ্রুত পদে সেই বাটীরদিকে যাইতে লাগিল। মনে আর কিছুই নাই কেবল তাহাদের দর্শন বাসনা। হৃদয়ে আর কিছুই প্রতিবিম্বিত নাই কেবল এই অপূর্ব্ব প্রতিমা!

জগতের গতিই এইরূপ, মোহের আশ্চর্য্য মহিমাই এইরূপ; আজ এই হতভাগ্যগণ রাক্ষসীগণের ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রভাবে মুগ্ধ ও হতজ্ঞান হইয়া বিপজ্জালে জড়িত হইল। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে দিব্য জ্ঞানে জানিয়া শুনিয়াও রমণীরূপা রাক্ষসীগণের ইন্দ্রজালে পতিত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করি। জগতে যত অনিষ্টেরই মূল স্ত্রীজাতি সহবাস, জানিয়া শুনিয়াও তাহা হইতে বিরত হই না। একে বারে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। যাহা হউক, এই হতভাগ্যগণ সেই বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। দেখিল, দ্বার মুক্ত রহিয়াছে। আর ইতস্ততঃ করিল না, অমনি স্ব স্ব নির্দিষ্ট রমণীর গৃহে গমন করিল। দেখিল যে, এখনও তাহারা

শয্যা পরিত্যাগ করে নাই। হেমচন্দ্র তাহার সহবাসিনী রমণীর শয্যা পার্শ্বে গিয়া দেখিল যে, সে পশ্চাৎ করিয়া শুইয়া আছে, তাহার গাত্রে হস্ত প্রদান করিল। গাত্রে হস্ত প্রদান করিবা মাত্র সে চমকিত হইয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিল। এত আনন্দ অধীরতা হৃদয়ে উদিত হইল যে, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না; কিন্তু পৃথিবীতে রমণী যেমন হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে পারে, এরূপ বোধ হয় আর কেহই নহে। হৃদয়ে প্রবল তরঙ্গ বিষম বাত্যালোড়িত হইয়া যতই ভীষণ হউক না কেন,বাহিরে সেই বিশৃঙ্খল তরঙ্গের কণা মাত্রও দেখা যাইবে না। হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় যাউক, তথাপি নত হইবে না। মরিতে হয় মরিবে, কিন্তু মুখ ফুটিবে না।

অদ্য স্ত্রীসুলভ প্রকৃতি বশতঃ হেমচন্দ্রের সহবাসিনী রমণী শীঘ্র তাহার হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া ফেলিল। এবং মধ্যাহ্ন কালীন বিমলোত্তপ্ত গগণমণ্ডলে জলবিন্দু পতিত হইল, বালুকাময় ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে উৎস উঠিল, সে মুখ নত করিয়া অশ্রুবিন্দু ফেলিতে লাগিল। হেমচন্দ্র আর থাকিতে পারিল না, মোহিত হইয়া গেল,জগৎ অন্ধকার দেখিল, হৃদয় বিষম তাড়িত হইল; শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া গেল, একেবারে অধঃপাতে যাইতে প্রস্তুত হইয়া পড়িল। স্বীয় বস্ত্র দ্বারা অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া বলিল "প্রিয়তমে কাঁদিতেছ কেন?" কিছুই উত্তর পাইল না। পুনরায় বলিল "প্রিয়তমে কাঁদিতেছ কেন বল। নদীতে স্নান করিতে যাইয়া আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, তাহাকে

যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা কর। তোমার চক্ষে জল দেখিলে মনে বড় কষ্ট হয়। কাঁদিও না কথা কও।”

হেমচন্দ্র তাহাদিগের ঐন্দ্রজালিক মায়ার প্রভাবে সমস্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছে কি না, তাহাই জানিবার কারণ রমণী এতক্ষণ ভাণ করিয়া কাঁদিতেছিল। এক্ষণে হেমচন্দ্রের কথাগুলি শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিল যে, শীকার ফাঁদে পড়িয়াছে। এবার সজল প্রফুল্ল পদ্মপ্রতিভ নয়ন, হেমচন্দ্রের দিকে পতিত হইল, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল “স্নান করিতে গিয়া এইরূপেই কি বিলম্ব করিতে হয়?” হেমচন্দ্র আপনাকে সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করিল, বাহুদ্বয় দিয়া রমণীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল “প্রিয়তমে! এই জন্যই দুঃখিত হইয়াছ, অপরাধ ক্ষমাকর!” এবার আরক্ত কমল ফুটিয়া উঠিল, গৃহ আলোকিত হইল, রমণী হাসিল; বলিল, “প্রাণেশ্বর! এবার যখন যেখানে যাইবে দাসীকে সঙ্গে লইয়া যাইও।”

বলা বাহুল্য যে অন্য রমণীরাও ঐরূপ মায়া প্রকাশ করিয়া প্রেম প্রকাশ করিল। এইরূপে আবার পুনরায় সেইরূপ আমোদ প্রমোদে, ও সুখ সচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে দুই দিন গত হইল, তৃতীয় দিবসে মধ্যাহ্ন কালে ভোজনাদি সমাপন করিয়া,বন্ধুরা নিদ্রা যাইলে পর,রাক্ষসীগণ একত্রে মিলিত হইয়া বলিল “আর কেন? নিশ্চিন্ত হওয়া যাউক. যত শীঘ্র পারি আপদ ঘুচান যাউক। একজন বলিল “হাঁ বটে

কিন্তু একেবারে সেইরূপ করা যাইবে।” অন্যরা বলিল “ তার আর কি, আমাদের কাজই তো এই, বিশেষতঃ ইহারা বড় দুষ্টমি করিয়াছে, বিশেষ প্রতি ফল যত শীঘ্র দেওয়া হয় ততই ভাল।” “তা, উহারা জানিতে পারিবে,কেমন আমরা উহাদের প্রেম পরায়ণা। কি আপদ! ওদের কি একটুও বিবেচনা নাই, পালিয়ে আবার এল।” সকলে হাসিয়া বলিল “ঐত, সেই এক রকম মন্ত্র।” এই বলিয়া তাহারা স্ব স্ব গৃহে গমন করিল, এ সমস্ত অপরাহ্ন মহাআমোদে অতি বাহিত হইল। রাত্রি আসিল, সূর্য্য ডুবিয়া গেল, অন্ধকারে সমস্ত জগৎ আঁধার হইল, রাক্ষসীরা স্বীয় গৃহে তাহাদিগের প্রেমভক্ত অনুরক্তগণের বক্ষস্থলে বসিয়া, রক্ত শোষণ করিতে লাগিল! হতভাগ্যগণের ঘূর্ণিত মস্তকে একবার সমস্ত উদয় হইল, মনে করিল, প্রেমের এইরূপই পরিণাম!!!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

" ত্বংপুনঃ ক্বাসিনন্দিনি ?"

উদ্ভব চরিতম।

জটানাঙ্কীর্ণয়াকেশৈঃ সংহত্যাপরিতঃসিতৈঃ।
পৃক্তয়েন্দু করৈরহ্নঃ পর্য্যন্তইবসন্ধ্যায়া॥
বিশদ ভ্রূযগচ্ছন্ন বলিতাপাঙ্গ লোচনঃ।
প্রালেয়া বততিম্লান পলাশাজ্জইবহ্রদঃ॥

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

এদিকে রাজকুমার ক্রমে ক্রমে প্রকৃত উন্মাদ হইয়া উঠিলেন। বনে দিবা রাত্রি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন বন্যপশু দেখিলে, "রাজনন্দিনী কোথায় ?" বলিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেন; তাহারা তাঁহার জীর্ণ বিদেহ দেহ দর্শন করিয়া ভয়ে পলায়ন করিত। কখন সরোবরের তীরে যাইয়া চন্দ্র কিরণোদ্ভাসিত তরু প্রতিবিম্বকে প্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন; তাহারা বায়ুভরে সঞ্চালিত হইলে, তিনি মনে

করিতেন তবে ইঁহারাই জানে, এই ভাবিয়া জলে নামিতেন। কোনদিকে শব্দ শুনিলে সেইদিকেই দৌড়িয়া যাইতেন। প্রাতঃ কালে পক্ষীরা গান করিলে, তিনি প্রিয়া আসিতেছেন বলিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিতেন। কখনবা নদী সৈকতে,বালুকা দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিতেন, তাহাতে শুইতেন, প্রিয়া আসি-তেছেন বলিয়া উদগ্রীব হইয়া থাকিতেন। কখন বা যেন প্রিয়ার সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এরূপ আপনা আপনি বকিতেন। এইরূপ কখন হাসিয়া, কখন কাঁদিয়া, কখন চীৎকার করিয়া, কখনবা গীত গাইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

একদা রাজকুমার ভ্রমণ করিতে করিতে এক তপোবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় মুদিত নয়নে উপবিষ্ট একটী নরদেহ তাঁহার নয়ন গোচর হইল। দেখিবামাত্রে কুমারের মনে এক প্রকার জ্ঞান ও ভক্তিরসের আবির্ভাব হইল। তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে, কোন মহর্ষি ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। কুমার তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মনোহর গম্ভীর মূর্ত্তি নয়নগোচর করিতে লাগিলেন। দেখিলেন মহর্ষি অতি প্রাচীন, জরা প্রভাবে মস্তকের জটাভার ও গাত্রের লোম সকল ধবল বর্ণ হইয়াছে, কপালে ত্রিবলী, গণ্ডস্থল নিম্ন, শিরা ও পঞ্জরের অস্থি সকল বহির্গত, এবং শ্বেতবর্ণ লোমে কর্ণবিবর আচ্ছাদিত। তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর আকৃতি দেখিবা মাত্র বোধ হয় যেন,তিনি করুণারসের প্রবাহ ক্ষমা ও সন্তোষের

আধার, শান্তিলতার মূল, ক্রোধ ভুজঙ্গের নাগদমন, সৎপথের প্রদর্শক এবং সৎস্বভাবের আশ্রয়। তাঁহাকে দেখিয়া কুমার ভাবিলেন মহর্ষির কি প্রভাব! ইঁহার প্রভাবে তপোবনে হিংসা, দ্বেষ, বৈর মাৎসর্য্য, কিছুই নাই। ভুজঙ্গেরা আতপতাপিত হইয়া শিখিপুচ্ছের ছায়ায় সুখে শয়ন করিয়া আছে। হরিণশাবক সিংহ শাবকের সহিত সিংহীর স্তনপান করিতেছে। করভ সকল ক্রীড়া করিতে করিতে শুণ্ড দ্বারা সিংহকে আকর্ষণ করিতেছে। মৃগকুল অব্যাকুলিত চিত্তে বৃকের সহিত একত্র চরিতেছে এবং শুষ্ক বৃক্ষ ও মুকুলিত হইয়াছে। বোধ হয় যেন সত্যযুগ কলির ভয়ে পলাইয়া তপোবনে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে।

এ দিকে কুমারের দেহসংলগ্ন রাজনন্দিনীর মৃতদেহের দুর্গন্ধময় ঘ্রাণ মহর্ষির নাসারন্ধ্রে প্রবেশ মাত্রই তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একজন মনুষ্য দণ্ডায়মান, তাহার শরীরে একটী মৃত দেহ সংলগ্ন রহিয়াছে। তাঁহাকে চক্ষুরুন্মীলন করিতে দেখিয়া কুমার বলিলেন "রাজনন্দিনী কোথায়?" মহর্ষি গম্ভীর স্বরে কহিলেন "কস্ত্বং? কুতঃ সমাগতোহসি?" (তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ?) কুমার কহিলেন "রাজনন্দিনী কোথায়?" মহর্ষি কহিলেন "রাজনন্দিনী কা?" (রাজনন্দিনী কে?) কুমার পুনর্ব্বার কহিলেন "রাজনন্দিনী কোথায়?" তখন মহর্ষি চক্ষু মুদিত করিয়া জ্ঞান চক্ষে কুমার বিষয়ক সমস্ত ঘটনাই অবগত হই-

লেন, ও চক্ষু পুনরুন্মীলন করতঃ এক গণ্ডূষ জল লইয়া মন্ত্রপূত করিয়া রাজকুমারের গাত্রে সেচন করিলেন। রাজকুমার উন্মত্তাবস্থা হইতে পূর্ব্বের ন্যায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন, ও মহর্ষিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, কিন্তু তখনও রাজনন্দিনীর দেহ তাঁহার দেহ হইতে বিমুক্ত হইল না। মহর্ষি সস্নেহে কহিলেন " বৎস ! তুমি অচিরকাল মধ্যেই রাজনন্দিনী প্রাপ্ত হইবে "। কুমার কহিলেন " রাজনন্দিনী কোথায় ? " মহর্ষি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন "বৎস ঐ নিকটবর্ত্তী পর্ণ কুটীরে গমন করিয়া আমার জন্য অপেক্ষা কর; সন্ধ্যার প্রাক্‌কালেই আমি তথায় উপস্থিত হইয়া তোমার মনোরথ সিদ্ধি বিষয়ের সদুপায় কহিব "।

কুমার,মহর্ষি নির্দ্দিষ্ট পর্ণশালায় গমন করতঃ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহর্ষিও সন্ধ্যা উপস্থিত প্রায় দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ইতস্ততঃ কতকগুলি ফলমূল আহরণ করিয়া কুটীরে প্রত্যাগত হইলেন। কুমার মহর্ষিকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন " রাজনন্দিনী কোথায় ? " মহর্ষি যথাবিহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন " বৎস ! স্থির হও, তোমার রাজনন্দিনী সামান্যা নারী নহে। স্বর্গে ইন্দ্র সভার নর্ত্তকী, নাম তিলোত্তমা , শাপগ্রস্ত হইয়াই মহারাজ চন্দ্র শেখরের ঔরষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বৎস ! তিলোত্তমা কিরূপে শাপগ্রস্থ হইয়াছিল তাহাও শ্রবণ কর। এক দিন মহর্ষি অষ্টবক্র কোন কার্য্য বশতঃ ইন্দ্র সভায় গমন করেন। তাঁহার

শরীরের অষ্ট স্থানে বক্র, সুতরাং তাঁহার বক্র চক্র গমন দেখিয়া তিলোত্তমা হাস্য করিয়াছিল; তদ্দর্শনে মহর্ষি কোপাবিষ্ট হইয়া তিলোত্তমাকে অভিসম্পাত করেন যে, "তুই সর্ব্বদা দেবতা-গণের নিকট থাকিয়াও তোর চরিত্র মানবীর ন্যায়, অতএব তুই অচিরেই মানবী হইয়া ধরায় জন্ম গ্রহণ কর।" মহর্ষির এই অভিসম্পাতে তিলোত্তমা যারপরনাই দুঃখিতা হইয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া নানাপ্রকার মিনতি করাতে, তিনি, অপেক্ষাকৃত ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন "আমার শাপ মিথ্যা হইবার নহে, তবে যদি স্বয়ং নারায়ণ অথবা রূপান্তরাবতীর্ণ তদংশ কখনও তোমার মস্তকচ্ছেদন করে, তাহা হইলেই আমার শাপ মোচন হইবে।" বৎস! তুমিও সামান্য মনুষ্য নও, স্বয়ং নারায়ণের অংশ; মহারাজ চন্দ্র গুপ্তের হরিবংশ শ্রবণ প্রভাবে, তাঁহাকে ধন্য করিবার জন্য, ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছ। চন্দ্র শেখর-রাজপুত্রী-রূপা তিলোত্তমাও তোমা কর্ত্তৃক মস্তক-চ্ছিন্না হওয়াতে, শাপে মুক্তা হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এই মৃত দেহ তোমার শরীরে সংলগ্ন হইবার কারণ এই যে, তুমি তাহাকে বিনা দোষে হত করিয়াছ। যাহা হউক, বৎস! এক্ষণে তুমি যে উপায়ে সেই রাজনন্দিনী বা তিলো-ত্তমা প্রাপ্ত হও তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।"

"এই কুটীরের অনতিদূরেই একটী সরোবর আছে। অপ্সরাগণ প্রত্যহ ঐ সরোবরে আসিয়া জলক্রীড়া করে। তুমি অতি প্রত্যূষেই গাত্রোত্থান করিয়া তথায় গমন করিবে, এবং ঐ সরোবর

তীরস্থ একটী বৃক্ষের অন্তরালে অতি সাবধানে লুক্কায়িত থাকিবে, যেন কেহই তোমাকে না দেখিতে পায়। কিয়ৎকাল পরে দেখিতে পাইবে যে, অপ্সরাগণ বিমানারূঢ়া হইয়া ঐ সরোবর-তীরে আগমন করিবে এবং স্বীয় স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রগুলি উন্মোচন করিয়া তীরে রাখিয়া জলে অবতরণ করিবে। এই সুযোগে তুমি উহাদের বস্ত্রগুলি লইয়া সত্বর দৌড়িয়া আসিবে, কিন্তু সাবধান, উহাদের প্রতি পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিও না, কারণ তাহা হইলে তোমার সমস্ত কার্য্যই বিফল হইবে। উহারা তোমাকে অনেক প্রলোভন দেখাইবে, কিন্তু তুমি কোন কথাতেই কর্ণপাত করিও না। পরে যখন উহারা এখানে আসিয়া বস্ত্র চাহিবে তখন তুমি বলিবে যে, তোমাদের তিলোত্তমা যদ্যপি আমাকে পাণি-দান করে, তাহা হইলে আমি তোমাদিগের বস্ত্রগুলি ফিরাইয়া দিব। বৎস! এই উপায়েই তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।"

মহর্ষি কুমারকে এই সকল উপদেশ দান করিয়া, কুটীরে প্রত্যাগমন কালে যে সকল ফল মূল আনিয়াছিলেন, তাহা উভয়ে ভক্ষণ করিলেন, ও কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য বিষয় কথোপকথ-নের পর উভয়েই নিদ্রিত হইলেন।

কুমার, অতি প্রত্যুষেই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মহর্ষি কথিত সরোবরের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং অতি সাবধানে তীরস্থ একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই অপ্সরাগণ বিমানারোহণে সরোবরের নিকট-বর্ত্তিনী হইল, এবং নিজ নিজ পরিধেয় বস্ত্রগুলি উন্মোচন করিয়া

সরোবরের তীরে রাখিয়া জলে অবতরণ করিল। কুমার অপ্সরাগণের আগমন প্রতীক্ষায় এতক্ষণ বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন, এক্ষণে তিনি উপযুক্ত সময় বুঝিতে পারিয়া বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহিরে আসিলেন, এবং অপ্সরাগণের বস্ত্রগুলি লইয়া দ্রুত পদে কুটীরাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

অপ্সরাগণ জল হইতে দেখিতে পাইল যে, একজন মনুষ্য তাহাদের বস্ত্রগুলি লইয়া পলায়ন করিতেছে। তখন তাহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পলায়মান কুমারকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। বলিল "কে তুমি আমাদের বস্ত্র লইয়া পলাইতেছ? নিকটে আইস তোমার অভিপ্রেত সিদ্ধি হইবে।" কুমার অপ্সরাগণের এই কথা শুনিতে পাইয়া দাঁড়াইলেন ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তবে আর মহর্ষির নিকট যাইয়া বিলম্ব করায় প্রয়োজন কি? যত শীঘ্র কার্য্য সিদ্ধি হয় ততই ভাল। মহর্ষির সাবধান বাক্য কুমারের স্মৃতিপথের অন্তর হওয়া প্রযুক্তই তিনি অপ্সরাগণের প্রলোভন বাক্যে প্রলোভিত হইলেন, এবং তাহাদের নিকট গমন মানসে যেমন সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, অমনি তাহার হস্তস্থ বস্ত্রগুলি স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, এবং তিনিও ভস্মাবশেষে পরিণত হইলেন। অপ্সরাগণ নিজ নিজ বস্ত্র লইয়া পরমানান্দে স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। কুমারের দেহাবশিষ্ট ভস্মগুলিও উড়িয়া, উড়িয়া মহর্ষি যে স্থানে বসিয়া যোগে নিমগ্ন ছিলেন, দৈবযোগে সেই স্থান দিয়াই উড়িয়া যাইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হস্তেন হস্তং পরিগৃহ্য বধ্বাঃ
স রাজ সূনুঃ সুতরাং চকাশে।
অনন্তরাশোক লতাপ্রবালং
প্রাপ্যেব চূতঃ প্রতিপল্লবেন॥
রঘুবংশম্।

প্রত্যুষে মহর্ষি কুমারকে সরোবরতীরে প্রেরণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, স্বয়ং নারায়ণের অংশাবতীর্ণ রাজকুমারের উপকার করিলে, নারায়ণের অভিপ্রেত সাধনেরও ফল হইবে। যাহা হউক, যাহাতে ইহাঁর মনস্কামনা সিদ্ধি হয় সে বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি সে দিবস কুটীরের অনতিদূরেই তপঃ সাধনে নিযুক্ত হইলেন। মহর্ষি উপবিষ্ট হইয়া কোশাস্থ জলদ্বারা আচমনকরতঃ যেমন চক্ষু মুদিত করিবেন এমন সময় অদূরে কতকগুলি উড্ডীয়মান ভস্ম তাঁহার নয়ন গোচর হইল। হঠাৎ এরূপ জনসমাগম রহিত অটবী মধ্যে অকস্মাৎ-সম্ভূত ভস্ম সমাগম দেখিয়া সহসা তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি চক্ষু মুদিত করিলেন, এবং দিব্যচক্ষে কুমার বিষয়ক

সমস্ত ঘটনাই প্রত্যক্ষীভূত করিয়া,চক্ষু পুনরুন্মীলন করতঃ কতক গুলি অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া কোশাস্থ কতিপয় জলবিন্দু সেই উড্ডীয়মান ভস্মাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। পবিত্রবারি সংস্পর্শ হইবা মাত্রই ভস্মগুলি ক্রমে ক্রমে একত্রিত হইয়া একটী নর-দেহাকৃতি ধারণ করিল। মহর্ষি সেই নরদেহাকৃতি ভস্ম মধ্যে পুন-র্ব্বার জল নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "পুনর্স্বামবস্থাং প্রাপ্নুহি।" (পুনর্ব্বার নিজ দেহ প্রাপ্ত হও)

মহর্ষি নিক্ষেপিত পূত বারি সংস্পর্শে কুমার নিজ দেহ প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু মহর্ষির মন্ত্র বলেই হউক, অথবা দৈব হইতেই হউক, এবার পূর্ব্বাপেক্ষা কুমারের অধিকতর কান্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, ও তাঁহার শরীর হইতে রাজনন্দিনীর মৃতদেহ অপসৃত হইয়াছে।

কুমার নিজ দেহ প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। মহর্ষিও যথোপযুক্ত আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমি যে তোমাকে পশ্চাদবলোকন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কি নিমিত্ত আমার কথা অবহেলা করিলে? যাহা হউক, ভাগ্য বলেই পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছ, এক্ষণে স্বদেশে প্রত্যাগমন কর। তোমার ন্যায় লঘুচেতা ব্যক্তি তিলোত্তমা প্রাপ্ত হইতে পারে না"। তচ্ছ্রবণে কুমার তাপস শ্রেষ্ঠকে বহুবিধ অনুনয় ও বিনয় করিয়া কহিল, "এবার আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আর কখনই তাহাদের দিকে চাহিব না।" তাপস মুখ্য কহিলেন "সাবধান, আমার বাক্য

অনবধানতার ফল যেন স্মরণ থাকে। কল্য প্রাতে পুনর্ব্বার সেই রূপ বৃক্ষান্তরালে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া অপ্সরাগণের বস্ত্র গুলি আনয়ন করিবে।” কুমার মহর্ষির আজ্ঞা প্রতিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রাতঃকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কুমার জাগরিত হইয়া পূর্ব্বমত সেই সরোবর তটস্থ পাদপান্তরালে লুক্কায়িত হইয়া অপ্সরাগণের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে অপ্সরাগণ সরোবরের তটে আগমন করিল, এবং পূর্ব্বমত স্ব স্ব বস্ত্রগুলি উন্মোচন করতঃ তীরে রাখিয়া সলিলে অবতরণ করিল। কুমার স্বকার্য্য সাধনের উপযুক্ত সময় বুঝিয়া বস্ত্রগুলি গ্রহণ করতঃ কুটীরাভিমুখে পলায়ন করিলেন। অপ্সরাগণ তাহাদিগের বস্ত্রগুলী অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া আগ্রহসহকারে কুমারকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কুমার তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্রুতপদে যাইয়া কুটীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। সরলান্তঃকরণা অপ্সরাগণ হৃতবস্ত্রা হইয়া মহা বিপদে পড়িল, এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পরস্পর নিস্তব্ধভাবে পরস্পরের মুখ পানে চাহিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাদিগের মধ্যে প্রধানা তিলোত্তমা, অগত্যা জল হইতে গাত্রোত্থান করতঃ নিকটস্থ একটী কদলী বৃক্ষ হইতে কতকগুলি পত্র ও বল্কল লইয়া, গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া ধীরে ধীরে যে দিকে বস্ত্রাপহারক প্রস্থান করিয়াছে সেই দিকে চলিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া যোগোপবিষ্ট মহর্ষিকে দেখিতে পাইল, এবং তাঁহাকে বস্ত্রাপহারক জানে

পাতা মুড়বেন না

কহিল, "পামর! আমাদিগের বস্ত্রগুলি অপহরণ করিয়া ভণ্ডতা পূর্ব্বক চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া আছ? শীঘ্র আমাদিগের বস্ত্রগুলি দেও, নতুবা অচিরেই স্বীয় দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।" মহর্ষি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন "তুমি কে? কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছ কেন?" তিলোত্তমা কহিল "দুরাত্মা, কেন কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছি জাননা? আমাদিগের বস্ত্রগুলি চুরি করিয়াছ কেন? শীঘ্র প্রত্যর্পণ কর নতুবা এখনই সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।" মহর্ষি কহিলেন "আমি তোমাদিগের বস্ত্র লই নাই, বস্ত্রে আমার প্রয়োজন নাই, তবে বোধ হয় রাজকুমার আনিয়াছেন।" তিলোত্তমা কহিল "রাজকুমার কে? তিনি এক্ষণে কোথায়?" মহর্ষি কহিলেন "পাটলি পুত্র নগরাধিপতি মহারাজ চন্দ্র গুপ্তের পুত্র হরিকুমার তাঁহার কোন অভীষ্ট সিদ্ধি মানসে আশ্রমে আসিয়াছেন, বোধ হয় এক্ষণে কুটীর মধ্যে আছেন।"

তিলোত্তমা তথা হইতে কুটীরের নিকটে আসিয়া দেখিল, একজন যুবক কুটীরের দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়া আছেন। তখন তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল "যুবক, আপনি কি নিমিত্ত আমাদিগের বস্ত্রগুলি অপহরণ করিয়াছেন? শুনিলাম আপনি রাজপুত্র, তবে এই পুণ্যাশ্রমে থাকিয়াও আপনার আচরণ এরূপ কলুষিত কেন? বস্ত্রগুলি শীঘ্র প্রত্যর্পণ করুন।" কুমার কহিলেন "বস্ত্র তোমাকে দিব না, তিলোত্তমার হস্তে অর্পণ করিব" তিলোত্তমা কহিল "আমারই নাম তিলোত্তমা,

আমাকে প্রদান করুন।” কুমার কহিলেন “ তবে তোমার হস্ত দেও।” তিলোত্তমা বস্ত্রগুলি লইবার কারণ প্রসারিত হস্তে কুমারের নিকট অগ্রসর হইয়া কহিল “ প্রত্যর্পণ করুন।” কুমার তিলোত্তমার দিকে মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার হৃদয় ঈষৎ কম্পিত হইল, বদন প্রফুল্ল হইল, ; তিনি দণ্ডায়মান হইয়া আস্তে আস্তে দক্ষিণ হস্তে তিলোত্তমার হস্ত খানি ধরিলেন। যেন সহকার তরু মাধবিলতাকে নিজ শাখায় আশ্রয় প্রদান করিল। হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন “ হে আশ্রমবাসি দেবগণ ! হে সত্য ! হে ধর্ম্ম ! হে তাপস কুঞ্জর ! আপনারা সাক্ষী থাকুন, তিলোত্তমা আমাকে পাণি দান করিল এবং আমিও উহা গ্রহণ করিলাম।”

কুমারের বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া তিলোত্তমা যারপর নাই বিস্ময়ান্বিত হইয়া স্পন্দন রহিত পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। মুখে বাক্য নাই, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মোদ্গম হইতে লাগিল। যেন কোন বিগত ঘটনার বিষয়ই চিন্তা করিতেছে। গণ্ডস্থল আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিল, নেত্রদ্বয় জ্যোতি বিস্ফারিত হইল বটে, কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে চাহিতে সমর্থ হইল না, ভূমির প্রতি নিক্ষিপ্ত করিয়া যেন কি প্রিয় বস্তু আগ্রহের সহিত একান্তঃকরণে দেখিতেছে, কিন্তু কিছুই দেখিতেছিল না। তাহার বাহ্যিক দৃষ্টি লোপ হইয়াছিল, অন্তরে যেন কি দেখিতেছিল। মহর্ষি—প্রতি তাহার সেই উদ্ধত স্বভাব কোথায় গেল ? প্রেমময় বঙ্গকুলনারীভূষণা লজ্জা আজ অধিকার করিল। নম্রমুখী হইয়া যেন শৈবাল বিজড়িতা অসরসীসস্তুতা

পদ্মশ্রীর বিড়ম্বনা প্রকাশ করিতে লাগিল। স্থির হইয়া রহিল, হস্ত আকর্ষণ করিতে সাহস হইল না, এমন সুখকর স্পর্শ যে, তাহা হইতে বিমুক্ত হইতে ইচ্ছা হইল না। কি সুখময় দৃশ্য, কি হৃদয়ানন্দ উচ্ছাসি স্পর্শ! পাঠক মহাশয়! সামাজিক বন্ধুগণ! আপনারা কি কখন এরূপ নির্জ্জন প্রদেশে এরূপ সুন্দরী রমণীর এইরূপ হস্তস্পর্শকালীন হৃদয়ের উচ্ছাসের ইয়ত্তা করিতে, হৃদয়ে অবিরত সঞ্চারিত আনন্দলহরী গণনা করিতে পারেন? ত্রিভূবন মধ্যে কোন স্থানে তাহার অবস্থিতি ও কোন শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত তাহা কি বলিতে পারেন? যদি কখন এরূপ অবস্থান্তরে পতিত হইয়া থাকেন, তৎক্ষণাৎ কাঁদিয়া ফেলিবেন, নচেৎ, কেবল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিবেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

তব ভবতু বিড়ৌজাঃ প্রাজ্যবৃষ্টিঃ প্রজাসু
ত্বমপি বিতত যজ্ঞো বজ্রিণং প্রীণয়ালম্।
যুগশত পরিবৃত্তৈরেব মন্যোন্যকৃত্যৈ—
র্নয়ত মুভয় লোকানুগ্রহশ্লাঘণীয়ৈঃ॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

এদিকে মহর্ষি, কিয়ৎক্ষণ পরে কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং তিলোত্তমা ও রাজকুমারকে তদবস্থায় দণ্ডায়মান দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। মনে করিলেন, তিলোত্তমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদয় স্মরণ হওয়াতেই ঈদৃশ ক্ষুব্ধা ও লজ্জিতা হইয়াছেন। যাহা হউক, যাহাতে উভয়েরই মনের লজ্জা ও ক্ষোভ দূরীভূত হয় এরূপ করিতে হইবে। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, তিলোত্তমার প্রতি কহিতে লাগিলেন:—"বৎসে! কিছুই চিন্তা করিও না, তোমার হস্ত অসৎ পাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, রাজকুমার কোন অভীষ্ট সিদ্ধি করণ মানসে আশ্রমে আসিয়াছেন। ইনিই সেই

সৌর্য্যবংশীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তাত্মজ হরিকুমার। পূর্ব্ব কথা স্মরণ কর; তোমার অভিসম্পাতাবস্থাতেই ইনি তোমার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ইহাঁর হস্তেই তুমি শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছ! বৎসে! রাজকুমার অদ্যাবধিও গৃহে গমন করেন নাই, তোমার নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে বহু কষ্টে সিদ্ধ মনস্কাম হইয়াছেন। এক্ষণে আর চিন্তা করিও না, ইহাঁর সহিত পাটলিপুত্রে গমন কর, ও ঈশ্বরেচ্ছায় সুখে দাম্পত্য প্রণয়ে কালাতিপাত কর। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার গর্ভে কুমারের ঔরসজাত পুত্র, প্রিয়দর্শন নামে খ্যাত হইয়া সমগ্র ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করিবে; এবং তদতিরিক্ত প্রদেশ সমূহে এমন একটী নূতন ধর্ম্ম প্রকাশ করিবে যাহা এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীস্থ এক তৃতীয়াংশ লোকে গ্রহণ করিবে *। বৎস হরিকুমার! তুমিও তোমার রাজনন্দিনী প্রাপ্ত হইয়াছ। এক্ষণে ইহাঁকে সঙ্গে লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়া সুখে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন কর। শচীপতি প্রচুর বৃষ্টি প্রদান করিয়া তোমার প্রজাগণকে সুখী করুন। তুমিও যজ্ঞাদির দ্বারায় তাঁহাকে সন্তোষ করিতে থাক। তোমরা উভয়ে শত শত যুগ ব্যাপিয়া স্বর্গ ও মর্ত্ত উভয় লোকেরই সুখকর কার্য্যে

---

* ইতিহাসে উল্লেখ আছে,, চন্দ্র গুপ্তের পৌত্র অশোক বা প্রিয় দর্শন বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছেন। এক্ষণে জগতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধ।

রত থাক। তোমার পিতা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, তোমার নিমিত্ত অতিশয় দুঃখে কালযাপন করিতেছেন। তুমি পাটলিপুত্রে গমন করিলেই তিনি তোমাকে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিজে অপসৃত হইবেন। এক্ষণে চল, আমি তোমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া নগরের প্রান্তে রাখিয়া আসি।"

উপসংহার।

এতদূরে আমাদিগের নায়ক নায়িকার অপূর্ব্বমিলন হইল, আমাদের আখ্যায়িকাটীও শেষ হইল। পাঠক মহাশয়! আপনাকে অনেকদূর ভ্রমণ করাইয়াছি। কোথায় সেই মগধ প্রদেশ, আর কোথায় সেই দাক্ষিণাত্যের ভীষণ বিজনবিপিন মধ্যে অদ্ভুত দর্শন। অনেক দেখিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আর ক্লেশ দিতে চাহি না, দুই একটী কথা বলিয়াই আপনাকে ছাড়িয়া দিব। আপনি-কি প্রণয়ের আস্বাদন কখন বুঝিতে পারিয়াছেন? যদি পারিয়া থাকেন, বলুন দেখি হরিকুমারের প্রণয় কিরূপ? রাজনন্দিনীর প্রেম কি প্রকারের? সুহৃদবর্গের বন্ধুতা কোন শ্রেণীর? রাক্ষসীগণের ভালবাসা কেমন?

এ জগতে অনেকেই " প্রণয় " " প্রণয় " করিয়া পাগল, অনেকেই " আমি বড় প্রেমিক " অথবা " প্রণয়কে খুব ভাল-

বাসি” বলিয়া মনকে ও জগৎকে বুঝাইয়া, কেবল মাত্র ভাণ করিয়া থাকেন। অথবা না বুঝিয়া না জানিয়া একটী গাঢ় তমসাবৃত, গভীর, ভীষণ জগতে সৌরকরোদ্ভাসিত, সুপ্রশস্ত, মনোহর বলিয়া প্রবেশ করেন। কিন্তু সৌরকর কতক্ষণ থাকে? অবিলম্বেই অন্তর্হিত হয় তখন বুঝিতে পারেন, এ সুদৃশ্য নয়নানন্দকর নহে; কেবল মাত্র ভীষণ ও ক্লেশকর। এ জগতের নিয়মই এই; কতশত লোক মনকে বৃথা প্রবোধ দিয়া প্রতারিত হইতেছেন—ক্লেশ পাইতেছেন—ক্লেশ দিতেছেন—অপ্রশস্ত দুর্গম মার্গের অগ্রগামী হইতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে? অনেক তপশ্চরণ না করিলে পৃথিবীতে স্বর্গীয় নির্ম্মল, প্রকৃত প্রেমের দর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু কয়জনকে আমরা তাহার জন্য উৎসুক দেখিতে পাই? কে এক মনে তাহার জন্য ভাবিয়া থাকে—আত্ম সমর্পণ করিয়া থাকে—বাহ্যিক সুখে জলাঞ্জলি দেয়—চাকচিক্য দ্রব্যে মোহিত না হইয়া অন্তঃসার পদার্থের অন্বেষণ করে? লোকের কেমন কুঅভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, প্রণয়ের নাম শুনিলেই অসার মধুর হাসি বিকসিত হয়, হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে, মন প্রফুল্লিত হয়। বস্তুতঃ “প্রণয়” শব্দটা শুনিলে, মনে করিলে, পাঠ করিলে একটা কি মধুর, স্নিগ্ধকর, সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই শব্দটা কি অলৌকিক সুনিপুণ কৌশলে, কি মহতোদ্দেশে, কি শান্তিরস সিঞ্চনে যে গ্রথিত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

প্রথমতঃ প্রণয় দুই প্রকার। সাধারণ—অর্থ মাত্র গৃহীত,

ও অপ্রাকৃতিক—সারমাত্র কল্পিত। প্রথম শ্রেণীর প্রণয়েই অনেকে গা ঢালিয়া দিয়া থাকেন, ক্ষণিক বিজলীপ্রভা সদৃশ সুখের দর্শন বাঞ্ছা করিয়া থাকেন, ও আত্মাকে ক্লেশের পথে আনাইয়া থাকেন। এইরূপ প্রণয়ে জগতে যে কি ঘোরতর দুঃখের উত্তাল তরঙ্গ বহিতেছে, গৃহে গৃহে যে কি অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে—কি পাপের স্রোত বহিতেছে, ঈশ্বরের চক্ষে যে কি অপ্রীতিকর হইতেছে তাহা কে ভাবিয়া থাকে? অথচ সকলেরই ইহার আলোচনা করা প্রধান কার্য্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রণয়ের আদর অনেকে বুঝিতে পারেন না, অথবা সকলের বুঝিবার শক্তি নাই, যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই জগতে সুখী—প্রকৃত সুখী। কি সম্পদে, কি দারিদ্রে, কি বিপদে, কি নিরাপদে, কি জ্ঞানে, কি অজ্ঞানে, তাঁহার সবই সমান বোধ হয়। জগতে যদি "সুখ" শব্দ কোন পার্থিব দেহের ও মনের হর্ষ বর্দ্ধন তেজঃ থাকে, তাহা এই। অতএব সংসারে এরূপ সুখ কি বাঞ্ছনীয় নহে? এরূপ প্রণয়ের সাধনে সচেষ্ট হওয়া কি উচিত নহে? সমাজের মুখোজ্জ্বল করা কি মনোহর দৃশ্য নহে? সংসারে অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহার সংশোধন করা কর্ত্তব্য, প্রকৃত প্রণয়ের অনুসরণ করা উচিত, অন্ধকার শোভিত অতএব আপাত অন্তঃকদর্য্য প্রণয়কে স্থান দেওয়া অথবা চিন্তা করা উচিত নহে। "প্রকৃত প্রণয়ের" কথা শুনিয়া অনেকে হাসিয়া থাকেন, ও বলেন "প্রকৃত প্রণয়" "প্রকৃত প্রণয়" বলিয়া অনেকেই চীৎকার করিয়া থাকেন, ও তৎসংগ্রহে উপদেশ দিয়া

থাকেন, পদানত হইয়া পড়েন, কিন্তু তাহার ... অর্থ ... বুঝিতে অথবা বুঝাইতে পারেন না। ... আলোচনা করা অপেক্ষা না করাই ভাল। কিন্তু তা বলিয়া এ বিষয়ে ... প্রদর্শন করিলে চলিবে না; এ বিষয়ে ... অনুশীলন করা প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা বুঝিতে হইবে। আবার অনেকে বলেন বুঝিতে পারিব না কেন বুঝিতে যাইব। কিন্তু যাঁহারা

... ধরিয়া বুঝিতে যান, বুঝিতে পারিবেন—প্রকৃত প্রণয়ের অর্থ বুঝিতে পারিবেন যে, "দম্পতীর পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসই তাহার উৎপত্তি স্থল।"

অনেক সময়ে একের জন্য দুজনকেই কষ্ট পাইতে হয়। আমাদের হরিকুমারের প্রণয়ের দোষে রাজনন্দিনীকে কষ্ট পাইতে হইল। পরিশেষে হরিকুমার তাঁহার দোষের অনুতাপ করিয়া, একতানে "প্রণয়" "প্রণয়" জপ করিয়া, তিনি প্রণয় সুখী হইলেন—প্রকৃত প্রণয়ের অংশী হইলেন। কিন্তু তিনি যদি আগে বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে আর ভুগিতে হইত না। কিন্তু আবার তাঁহার মত সংসারে অতি বিরল। অতি অল্প লোকেই প্রথমে প্রণয় বুঝিতে না পারিয়া অবশেষে তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়।

... কুমারের বন্ধুদিগের আর কি সমালোচনা করা যাইতে পারে? এরূপ কপট বন্ধুতেই সংসার পরিপূর্ণ। সংসারে একটী প্রধান সুখের মধ্যে সুখ মিত্র, তাহা যদি গরল পূর্ণ হয় তাহা হইলে দুঃখ জনক বলিতে হইবে। সংসারে প্রধান সহায় বন্ধু

তাহা যদি শত্রু হয়, তাহা হইলে বিপদ কি আর ডাকিতে হইবে? সংসারে হৃদয়ের অন্তস্তল সুহৃৎ, তাহা যদি বিকৃত হয় তাহা হইলে হৃদয় পীড়া আর কি উদাসীন থাকিবে? সংসারে মনের বিকাশ সখা, তাহা যদি সঙ্কীর্ণ হয় তবে আর কি শুষ্কতার প্রতি সন্দেহ থাকিবে? অতএব এমন সুন্দর বস্তু কি নষ্ট করা উচিত? না—কখনই নহে, তবে সংশোধনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

অনেকে স্ত্রীজাতিকে সরলতা পূর্ণ, কোমল, মধুর, বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, আমরাও তাহাতে আপত্তি করি না; কিন্তু তন্মধ্যে প্রভেদ নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য। আমাদের রাক্ষসী-গণের মত এসংসারে যে কত মধুর হাসিনী, গরলধারিণী, জীববিনাশিনী আছেন, তাহা চিনিতে পারা দুঃসাধ্য। তাঁহা-দিগের বিষ দৃষ্টিতেই অনেকে মরিয়া যান! লোকে পদে পদে তাঁহাদের জালে পতিত হন, ইহাতেই প্রত্যক্ষ দেখা যাই-তেছে। আহা! কত যুবা তাঁহাদিগের জন্য আপনাদের বরবপুর প্রতি অনাস্থা করিতেছে, রক্ষার্থ যত্ন করিতেছে না, ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়! এবিষয়ে সকলেরই মনো-যোগী হওয়া প্রধান কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সংসারে যে কি উন্নতি হইবে, তাহা ভাবিতে গেলে মন অবশ হয়, অহ্লাদে নেত্র অর্দ্ধ মুদিত হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে। সকলে দৃঢ় মুষ্টি ধরিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হউন। বলুন, আর ও কোমল, সুন্দর, মধুর মুখ দেখিব না, মধুর অস্ফুট, কল কল ধ্বনি শুনিব না,

হিমস্পর্শ তুলা রাশি সংস্পৃষ্ট দেহ স্পর্শ করিব না, দূর করিয়া দিব—এ ভারতবর্ষ হইতে, দূর করিয়া দিব, কুমারিকা পারে-অনন্ত নীল সমুদ্র জলে—হিমাচলের দারুণ তুষার রাশিতে দূর করিব! ও সব রাক্ষসী অনন্ত সমুদ্রের অনন্ত নীল জলে ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া যাউক! হিমাচলের অসীম হিমানী বিস্তার আচ্ছাদিত হইয়া প্রচ্ছন্ন থাকুক!!!

এস্থলে লেখনীকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম দিবার পূর্ব্বে আরও কতকগুলি বলিবার আছে। সেই গুলি বলিয়া নিশ্চিন্ত হইব, পাঠক মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় লইব। প্রথমতঃ পরমবন্ধু বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মৃণালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও গুপ্তিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত এই পুস্তক খানির পাণ্ডুলিপি সংশোধন বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছি। এস্থলে আরও কএকটী বন্ধুকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। কারণ, যে সময়ে এই স্বকপোল-কল্পিত উপন্যাস গ্রন্থ খানি সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করণে অভিলাষী হইয়া, তাঁহাদিগের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, তৎকালে তাঁহারা ব্যঙ্গ ও উপহাস করিয়া কতই শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন; কতই উত্তেজনায় করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের সেই উপহাস—হৃদয় বিদীর্ণকর উপহাস আমাদিগের মনে আরও দ্বিগুণতর উৎসাহের কারণ হইয়া উঠিল। আমরা জানি

যে, অনেকেই এইরূপ অনুৎসাহিত বাক্যে ভগ্ন হৃদয় হইয়া যায়। সমস্ত আশা ও উল্লাসও অন্তর্দ্ধান হয়। হৃদয় বাবিং ... দুর্ব্বাক্য সহ্য করিয়া, আজ মনের আশা মিটাইলাম আবার কি শুনিতে হইবে তাহা বলিতে পারি না।

তৎকালে তাঁহাদিগের শেলসম, অথবা জানিনা সস্নেহ বাক্য গুলির উত্তর দিই নাই, কি বলিব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি নাই, কিন্তু অদ্য উত্তর দিব। সাহিত্য সংসারে বাঙ্গালা পুস্তকের অভাব নাই তাহা সত্য, এবং শত সহস্র অনাদৃত ও অপরিজ্ঞাত পুস্তক রহিয়াছে তাহা সত্য, এবং এই সামান্য পুস্তকখানিই যে, সকলের নিকট আদরভাজন ও প্রশংসিত হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না, তাহাও সত্য; কিন্তু উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি যে, সহৃদয় পাঠকগণ সাদরে পাঠ করিলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব। আর তাহাই কি সামান্য আহ্লাদ ও গৌরবের বিষয় ?

সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত কোন বিষয় অভ্যাস করিতে গেলে প্রথমে প্রায় সকলেরই পদস্খলন হয়। বস্তুতঃ কেহ আর মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই সমস্ত বিদ্যা, জ্ঞান, ও বিজ্ঞতার পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন না; ক্রমশঃই এই সকল লাভ করিতে পারেন। "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশোজনঃ" এই কয়টি কথা যিনি লিখিয়াছেন তিনি কেমন দূরদর্শী, সাধারণের শুভাকাঙ্ক্ষী ও জ্ঞানী !!!

(সম্পূর্ণ।)